News Clippings

08 February 2024

Contents

Section 1 : Bangla News, Page-02

Section 2 : English News, Page-34

Circulated to:

DSE Readers

Dhaka Stock Exchange Limited

Section 01 :

Bangla News

Daily Samakal
08 February 2024

রুগণ্ ও বন্ধ কোম্পানির শেয়ারদর বাড়ছে বেশি

■ সমকাল প্রতিবেদক

শেয়ারবাজারের ঊর্ধ্বমুখী ধারা চলছেই। ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের পরপরই বহু শেয়ারের দরপতন হলেও এরই মধ্যে সবগুলোর দর ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি হারানো দর ফিরে পেয়েছে। তবে দুর্বল ও বন্ধ কোম্পানিগুলোর শেয়ারদর বাড়ছে বেশি, নেপথ্যে কাজ করছে নানা গুজব।

এ অবস্থায় টানা অষ্টম দিনে বেড়েছে প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স। গতকাল বুধবারও ৬ পয়েন্ট বেড়ে উঠেছে ৬৩৫২ পয়েন্টে। অবশ্য দিনের লেনদেন শুরুর ১৫ মিনিটের মধ্যে আগের দিনের তুলনায় ১৭ পয়েন্ট হারিয়ে ৬৩২৮ পয়েন্টে নেমেছিল। এর সোয়া ঘণ্টা পর ওই অবস্থান থেকে ৪২ পয়েন্ট বেড়ে ৬৩৭১ পয়েন্ট ছাড়ায় এ সূচক।

ব্রোকারেজ হাউস কর্মকর্তাদের মতে, তিন সপ্তাহ আগে শেয়ারবাজারে ক্রেতা সংকট ছিল। এখানে ক্রেতার অভাব নেই। ভালো শেয়ারের দাম না বাড়লেও মন্দ শেয়ারগুলোর জয়জয়কার। ফ্লোর প্রাইসে যে অবস্থায় বাজার পড়েছিল, তা যেমন ভালো ছিল না, এখন মন্দ শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাওয়ার ধারাও ভালো নয়। এতে শেষ পর্যন্ত সাধারণ বিনিয়োগকারীরাই ক্ষতির মুখে পড়বেন। এখনই এর লাগাম টানা দরকার বলে মত তাদের।

গতকাল দিনের শুরুতে সূচক কমার কারণ ছিল ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের পর ওরিয়ন ফার্মা, আনোয়ার গ্যালভাইনাজিং ও রেনাটার দরপতন। প্রথম ঘণ্টা পর্যন্ত এই তিন শেয়ারের কারণে সূচক হারায় ৩৪ পয়েন্টের বেশি। যদিও অন্য শেয়ারগুলোর দরবৃদ্ধির কারণে তার বড় প্রতিফলন দেখা যায়নি। এই তিন শেয়ারের মধ্যে শেষের দুটি লেনদেনের শেষ পর্যন্ত সার্কিট ব্রেকারের সর্বনিম্ন দরে কেনাবেচা হয়। রেনাটার শেয়ার সোয়া ৬ শতাংশ দর হারিয়ে ১ হাজার ১৪১ টাকা ৮০ পয়সায় এবং আনোয়ার গ্যালভানাইজিংয়ের শেয়ার পৌনে ৯ শতাংশ দর হারিয়ে ১৯৪ টাকা ৭০ পয়সায় নেমেছে। কিন্তু ওরিয়ন ফার্মা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায়। লেনদেন শুরুর মুহূর্ত থেকে প্রথম ঘণ্টা সার্কিট ব্রেকার নির্ধারিত ১০ শতাংশ দর হারিয়ে সর্বনিম্ন দর ৭১ টাকা ৭০ পয়সায় কেনাবেচা হয়। এরপর হঠাৎই ক্রয় চাপে শেয়ারটির দর বাড়ে। মাত্র ১৫ মিনিটে ওই অবস্থান থেকে ২০ শতাংশ বেড়ে ৮৫ টাকা ৬০ পয়সায় ওঠে। সংশ্লিষ্টদের সন্দেহ, কোম্পানিসংশ্লিষ্ট কেউ এর নেপথ্যে রয়েছেন। লেনদেনের শেষে শেয়ারটি ৮৩ টাকা ৮০ পয়সায় কেনাবেচা হয়।

গতকাল ৩৪ কোম্পানির শেয়ার লেনদেনের মাঝে দিনের সার্কিট ব্রেকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ দরে কেনাবেচা হয়। শেষ পর্যন্ত ওই দরে স্থির ছিল ২২টি। তবে ১৯৭ শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের দরবৃদ্ধির বিপরীতে ১৫৫টির দর কমেছে, অপরিবর্তিত ৩৭টির দর।

ক্রেতা-বিক্রেতার বিপুল অংশগ্রহণে গতকালও ডিএসইতে প্রায় ১ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার কেনাবেচা হয়েছে। এ নিয়ে সর্বশেষ পাঁচ দিন প্রতিদিনই হাজার কোটি টাকার বেশি এবং সাকল্যে ৭ হাজার ৭৩৯ কোটি টাকার শেয়ার কেনাবেচা হয়েছে।

Daily Samakal
08 February 2024

ব্যাংক খাতে সুশাসনের বিকল্প নাই

ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিকল্পনাকে আমরা সতর্কতার সহিত স্বাগত জানাই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের এক কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করিয়া বুধবার সমকাল জানাইয়াছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে চলমান বৎসরব্যাপী প্রতিটি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ, করপোরেট সুশাসন, তারল্য ও মূলধন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হইবে। উহার ভিত্তিতে আগামী বৎসরের মার্চে দুর্বল ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইবে। প্রথম পদক্ষেপ হইবে দুর্বল ব্যাংকের বিভিন্ন সুবিধা বন্ধ করা এবং প্রত্যাশিত ফল না মিলিলে শেষমেশ সবল ব্যাংকের সহিত দুর্বল ব্যাংক একীভূত করা। আমরা আশাবাদী, পরিকল্পনাটির যথাযথ বাস্তবায়নে ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে, মূলত যাহার ঘাটতিই দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই খাতে বিদ্যমান দুর্দশা ডাকিয়া আনিয়াছে বলিয়া অর্থনীতিবিদসহ সচেতন সকল মহল একমত। বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয়েও একমত, দেশে চাহিদার তুলনায় ব্যাংকের সংখ্যা অত্যধিক। যাহার কারণে সৃষ্ট অসুস্থ প্রতিযোগিতা অদক্ষ ব্যাংকগুলিকে বিশেষত চরম মূলধন ঘাটতিতে ফেলিয়াছে। উপরন্তু নিছক রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদনপ্রাপ্ত অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোক্তা বা পরিচালকদের উদ্দেশ্য শেয়ারের বিপরীতে লভ্যাংশপ্রাপ্তি অপেক্ষা পর্ষদে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বেনামে ঋণ অনুমোদনপূর্বক অর্থ আত্মসাৎ বা বিদেশে পাচার করা। ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বর্তমানে পর্বতসম হইবার পশ্চাতে ইহার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

সত্য, খেলাপি ঋণে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের অবদান বেসরকারি ব্যাংকের তিন গুণেরও অধিক– প্রথমোক্তদের খেলাপি ঋণ ২১ দশমিক ৭০ শতাংশ এবং শেষোক্তদের ৭ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। অতএব রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ব্যতীত অন্তত খেলাপি ঋণ পরিস্থিতির প্রত্যাশিত উন্নতি আশা করা যায় না। এই কারণেই আমরা মনে করি, কেন্দ্রীয় বাংকের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাবলির মধ্যে ব্যাংক খাতের আইনি কাঠামোর সংস্কারও থাকিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিয়োগসহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক খাতের উপর মূলত নিয়ন্ত্রণ হইল অর্থ মন্ত্রণালয়ভুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের। যে কারণে এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক বিবেচনায় শত-সহস্র কোটি টাকা ভুয়া ঋণ বাহির করা অনেক সহজ। আবার, এই সকল ব্যাংকের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড তদারকিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যতটুকু আইনি কর্তৃত্ব আছে, উহাও রহস্যজনক কারণে অনেকাংশে অকার্যকর। এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকই প্রভাবশালীদের চাপের নিকট নতি স্বীকার করিয়া পুনঃপুন সংশোধনপূর্বক ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর এমন হাল করিয়াছে, যাহার ফলস্বরূপ অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংক করেপোরেট প্রতিষ্ঠানের স্থলে কার্যত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এখানেই আমাদের সন্দেহ– ব্যাংক খাত সংস্কারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিকল্পনা হালে আদৌ পানি পাইবে কিনা।

তবে আর্থিক ও ব্যাংক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নাই। বিশেষত পুঁজি সংগ্রহের প্রধান খাত শেয়ারবাজার যখন ভঙ্গুর দশায়, তখন শিল্পায়ন ও ব্যবসায় সমৃদ্ধির প্রধান ভরসা ব্যাংক খাতকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই হইবে।

Daily Samakal
08 February 2024

করপোরেট করে শর্ত প্রত্যাহার করতে হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

গত কয়েকটি অর্থবছরে শর্তসাপেক্ষে সাড়ে ৭ শতাংশ করপোরেট কর কমিয়েছে সরকার। কিন্তু জটিল শর্ত পূরণ করে কমানো করহারের সুবিধা নিতে পারছেন না অনেকে। তাই শর্ত পরিহার করে কার্যকর করপোরেট কর কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ও ফরেন ইনভেস্টর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই)। সংগঠন দুটি বলছে উচ্চ কার্যকর করপোরেট করই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে অন্যতম বাধা। গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সম্মেলন কক্ষে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক-বাজেট আলোচনায় সংগঠন দুটির নেতারা এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম।

এমসিসিআই সভাপতি কামরান টি রহমান বলেন, গত অর্থবছরে নগদ লেনদেনের শর্ত জুড়ে দিয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রে করপোরেট করহার আড়াই শতাংশ পর্যন্ত কমানো হয়েছে। কিন্তু দেশের ৮০ শতাংশের বেশি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি হওয়ায় এ শর্ত পূরণ করে কমানো করের সুবিধা কেউই ভোগ করতে পারছেন না। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের অনেক ব্যয়কে করের আওতায় গণ্য করা এবং উৎসে কর বেশি হওয়ায় কার্যকর কর অনেক বেড়ে যায়। বর্তমানে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে করহার ২০ শতাংশ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ক্ষেত্রবিশেষে বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ। বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করতে কার্যকর

করপোরেট কর কমাতে হবে।

তিনি আরও বলেন, নতুন অর্থ আইনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ধক্য ও আনুতোষিক তহবিল এবং শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের ওপর কর রয়েছে। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের তহবিলে কোনো কর নেই। এটি আইনগতভাবে দৃষ্টকটু। তাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ কর প্রত্যাহার করা উচিত।

এমসিসিআইর প্রস্তাবনায় আরও বলা হয়, চলতি অর্থবছরে ৪৩ ধরনের সরকারি সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন জমাদানের প্রমাণপত্র দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; যা বাণিজ্যে সক্ষমতা কমার পাশাপাশি ব্যবসা সহজ করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত করছে। এর পরিসর সীমিত করা উচিত। তা ছাড়া বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পণ্যের বিনিময়মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে ডেটাবেজ মূল্য বা রেকর্ড মূল্যকে শুল্কায়ন মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং আন্তর্জাতিক বাজারের হালনাগাদ তথ্যের ডেটাবেজের সঙ্গে এনবিআরের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অটোমেশন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

এফআইসিসিআই প্রেসিডেন্ট জাভেদ আখতার বলেন, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যেসব দেশ থেকে তুলনামূলক বেশি মুনাফা নিয়ে যেতে পারবে, সে দেশেই বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। তাই এ ক্ষেত্রে কার্যকরী তথা প্রকৃত করহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদি ১ শতাংশ কর বাড়ানো হয় তাহলে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ কমে যায়। বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, ভারত এমনকি পাকিস্তানের চেয়েও অনেক কম। অথচ দেশের টেকসই উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর বিকল্প নেই। তাই তিনি শর্ত ছাড়াই করপোরেট কর কমানোর প্রস্তাব দেন। তিনি আরও বলেন, আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বন্দর থেকে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া আরও সহজ ও দ্রুত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম বলেন, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর সরকার চাইলেও অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিতে পারবে না। এ ছাড়া বিশ্ব অর্থনীতিতে গত কয়েক বছর নানা ইস্যুতে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আগামীতেও সহসা এসব চ্যালেঞ্জ চলে যাবে বলে কোনো পূর্বাভাস নেই। তাই এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনার সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। তবে যৌক্তিক ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকার ব্যবসায়ীদের পাশে থাকবে। কারণ ব্যবসা সম্প্রসারিত হলে রাজস্বও বাড়বে।

বৈঠকে এনবিআরের সদস্য (কাস্টমস নীতি) মাসুদ সাদিক, সদস্য (করনীতি) একেএম বদিউল আলম, এমসিসিআইর সাবেক সভাপতি নিহাদ কবির, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন কমিটির চেয়ারম্যান হাসান মাহমুদ, এফআইসিসিআইর নির্বাহী পরিচালক নুরুল কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

Daily Bonik Barta
08 February 2024

টানা চার কার্যদিবসে ঊর্ধ্বমুখী সূচক

পাঁচ খাতেই হাজার কোটি টাকার ওপরে লেনদেন

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফ্লোর প্রাইস (শেয়ারদরের সর্বনিম্ন সীমা) প্রত্যাহারের পর থেকেই দেশের পুঁজিবাজারে গতি ফিরতে শুরু করেছে। চলতি সপ্তাহে টানা চার কার্যদিবসে লেনদেন বৃদ্ধির পাশাপাশি সূচকের ঊর্ধ্বমুখিতা দেখা গেছে। গতকাল দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ১৭ মাস পর দৈনিক লেনদেন ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে ওষুধ, প্রকৌশল, বস্ত্র, খাদ্য ও সাধারণ বীমা খাতেই ১ হাজার ৭১ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।

বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায়, গতকাল লেনদেন শুরুর পর কিছু সময় শেয়ার বিক্রির চাপে পয়েন্ট হারায় সূচক। এর পর থেকে ক্রয় চাপ বাড়তে থাকায় সূচক ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে, যা বেলা ১১টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত বজায় ছিল। পরে সূচকের ছন্দপতন ঘটে। গতকাল দিন শেষে ডিএসইর সার্বিক সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৬ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ৩৫২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ৬ হাজার ৩৪৬ পয়েন্টে। অন্য সূচকগুলোর মধ্যে ডিএসইর ব্লু-চিপ সূচক ডিএস-৩০ ৮ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৩৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ২ হাজার ১৪৪ পয়েন্ট। শরিয়াহ সূচক ডিএসইএস গতকাল দিন শেষে প্রায় ২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৩৮৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ১ হাজার ৩৮৫ পয়েন্টে। গতকাল সূচকের উত্থানে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল ওরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস, ওরিয়ন ইনফিউশনস, আফতাব অটোমোবাইলস, মালেক স্পিনিং ও আইটি কনসালট্যান্টসের শেয়ারের।

ডিএসইতে গতকাল ১ হাজার ৭৩০ কোটি টাকার সিকিউরিটিজ লেনদেন হয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ১ হাজার ৬৫১ কোটি টাকা। সে হিসেবে লেনদেন বেড়েছে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ। এদিন এক্সচেঞ্জটিতে লেনদেন হওয়া ৩৯৪টি কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড ও করপোরেট বন্ডের মধ্যে দিন শেষে দর বেড়েছে ১৯৮টির, কমেছে ১৫৮টির আর অপরিবর্তিত ছিল ৩৮টি সিকিউরিটিজের বাজারদর।

খাতভিত্তিক লেনদেনচিত্রে দেখা যায়, গতকাল ডিএসইর মোট লেনদেনের ২০ দশমিক ৩ শতাংশ দখলে নিয়ে শীর্ষে ছিল ওষুধ ও রসায়ন খাত। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ দখলে ছিল প্রকৌশল খাতের। ১০ দশমিক ৭ শতাংশ লেনদেনের ভিত্তিতে তৃতীয় অবস্থানে ছিল বস্ত্র খাত। মোট লেনদেনের ৮ দশমিক ২ শতাংশের ভিত্তিতে চতুর্থ অবস্থানে ছিল খাদ্য খাত। আর সাধারণ বীমা খাতের দখলে ছিল লেনদেনের ৬ দশমিক ৯ শতাংশ। গতকাল ডিএসইতে সিরামিক, বস্ত্র, ভ্রমণ ও প্রযুক্তি খাতে ইতিবাচক রিটার্ন এসেছে। আর নেতিবাচক রিটার্ন হয়েছে জীবন বীমা, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও প্রকৌশল খাতের।

অন্যদিকে দেশের আরেক পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) সূচক ও লেনদেন ঊর্ধ্বমুখী ছিল। নির্বাচিত সূচক সিএসসিএক্স গতকাল ৪৩ পয়েন্ট বেড়ে ১০ হাজার ৮৭৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ১০ হাজার ৮৩৬ পয়েন্টে। সিএসইর সব শেয়ারের সূচক সিএএসপিআই গতকাল ৭২ পয়েন্ট বেড়ে ১৮ হাজার ১৭৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ১৮ হাজার ১০৩ পয়েন্টে। এদিন এক্সচেঞ্জটিতে লেনদেন হওয়া ২৮৮টি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ১৫০টির, কমেছে ১০৮টির আর অপরিবর্তিত ছিল ৩০টির বাজারদর। গতকাল সিএসইতে ২৯ কোটি ২৩ লাখ টাকার সিকিউরিটিজ লেনদেন হয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ২৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা।

Daily Jugantor
08 February 2024

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন

ডলার আয় ও ব্যয়ে নেই ভারসাম্য

যুগান্তর প্রতিবেদন

প্রায় দুই বছর ধরে দেশে চলছে ডলার সংকট। এ সংকট দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার নেপথ্যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতাকে দায়ী করা হচ্ছে। ডলার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় সংকট দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। ডলার আয়-ব্যয়ের প্রধান খাত রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে ঘাটতি প্রলম্বিত হয়েছে। এতে সংকট বেড়েছে। এ সংকটের টেকসই সমাধানে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় আনা হবে। এর অংশ হিসাবে আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয়ের মধ্যে ভারমাস্য আনার পদক্ষেপ থাকবে। এজন্য আমদানিনির্ভর অর্থনীতির আকার কিছুটা হলেও ছোট করা হবে। ফলে আমদানি ব্যয় কমানো ও রপ্তানি আয় বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে বৈদেশিক ঋণের চাপ কমিয়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সময়	আমদানি	রপ্তানি
২০১৯-২০	৫৩২৫	৩৩৬৭
২০২০-২১	৫৭২৬	৩৮৭৬
২০২১-২২	৮৩৬৮	৫২০৮
২০২২-২৩	৭২৮৬	৫৫৫৬
২০২৩-২৪ (জুলাই-ডিসেম্বর)	৩৩৬৮	২৭৫৪

রেমিট্যান্স বেড়েছে পৌনে ৩ শতাংশ

ডলার সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানিতে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা হবে

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার ৭০ শতাংশই আসে রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে। রেমিট্যান্সের মাধ্যমে আসে ২৮ শতাংশ। বাকি ২ শতাংশ আসে বৈদেশিক বিনিয়োগ, ঋণ ও অন্যান্য খাতে। ব্যয়ের প্রধান খাত হচ্ছে আমদানি। এর বাইরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ ও দেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের বেতন-ভাতা পাঠানো।

গত কয়েক বছর ধরেই বৈদেশিক মুদ্রা আয় ব্যয়ের হিসাবে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়েছে। এতে ডলারের চলতি হিসাবে ঘাটতি বেড়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে এ ঘাটতি বেড়ে সর্বোচ্চ এক হাজার ৭০০ কোটি ডলারে উঠেছিল। এর পর থেকে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করায় এখন ঘাটতি কমে আসছে। গত অর্থবছরে এ খাতে ঘাটতি কমে দাঁড়িয়েছে ৩৩৪ কোটি ডলারে। চলতি অর্থবছরের জুলাই ডিসেম্বরে ওই ঘাটতি মিটিয়ে ৫৫ কোটি ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। তবে ডলারের সার্বিক হিসাবে এখনো ঘাটতি রয়ে গেছে। চলতি হিসাবের ঘাটতি মিটিয়ে উদ্বৃত্ত হলে পর্যায়ক্রমে সার্বিক হিসাবেও ঘাটতি কমে যাবে।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান খাত হচ্ছে রপ্তানি আয়, ব্যয়ের প্রধান খাত হচ্ছে আমদানি। এ দুটির মধ্যে ভারসাম্য নেই। রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি ৩০ শতাংশ। আগে আরও বেশি ছিল। রপ্তানির চেয়ে আমদানি ৪৫ শতাংশ বেশি ছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে আমদানি কমিয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত আমদানি বেড়েছে। ওই সময়ে বাজারে ডলারের প্রবাহ বেশি থাকায় আমদানি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে আমদানি বেড়েছে। একই সঙ্গে আমদানিনির্ভর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে দেশে। ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ডলার সংকট শুরু হওয়ায় আমদানিতে লাগাম টানা হয়েছে। এতে আমদানিনির্ভর ব্যবসার প্রসার কমতে থাকে। ■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ২

ডলার আয় ও ব্যয়ে নেই ভারসাম্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমদানিতে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে এ খাতের ব্যবসায় মন্দা দেখা দিয়েছে। যা এখনো চলমান। ডলার সংকটের টেকসই বা স্থায়ী সমাধানের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ও ব্যয়ে মধ্যকার ভারসাম্য রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ব্যয়ের খাত কমানো হচ্ছে। আয়ের খাত বাড়ানো হচ্ছে। ব্যয়ের খাতের মধ্যে প্রধান হচ্ছে আমদানি ব্যয় ও বৈদেশিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ। আয়ের খাতের মধ্যে রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বাড়ানো।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি আয় হয়েছিল তিন হাজার ৩৬৭ কোটি ডলার। আগের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি কমেছিল ১৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ। একই বছরে আমদানি ব্যয় হয়েছিল পাঁচ হাজার ৩২৫ কোটি ডলার। আগের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি কমেছিল ১০ দশমিক ৮৮ শতাংশ। অর্থাৎ আয় কমেছিল বেশি, ব্যয় কমেছে তুলনামূলক কম। ফলে ডলারের ঘাটতি বেড়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি আয় হয়েছিল তিন হাজার ৮৭৬ কোটি ডলার। আগের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১৫ দশমিক ১০ শতাংশ। একই বছরে আমদানি হয়েছিল পাঁচ হাজার ৭২৬ কোটি ডলার। আগের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৭ দশমিক ৫২ শতাংশ বেশি। ওই বছরে আয় বাড়ার তুলনায় ব্যয় বাড়ার হার কমলেও সার্বিকভাবে ঘাটতি ছিল।

২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় হয়েছিল পাঁচ হাজার ২০৮ কোটি ডলার। আগের চেয়ে প্রবৃদ্ধি বেশি হয় ৩৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ। একই বছরে আমদানি হয় আট হাজার ৩৬৮ কোটি ডলার। আগের চেয়ে প্রবৃদ্ধি হয় ৪৬ দশমিক ১৫ শতাংশ বেশি। এ বছরে আবার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি বেড়ে যায়। ফলে ঘাটতিও বাড়ে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি হয় পাঁচ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলার। আগের বছরের চেয়ে ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেশি। ওই বছরে আমদানি হয় সাত হাজার ২৮৬ কোটি ডলার। আগের বছরের চেয়ে ১২ দশমিক ৯৪ শতাংশ কম। আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যয় কমেছে, আয় কিছুটা বেড়েছে।

গত অর্থবছরের জুলাই ডিসেম্বরে রপ্তানি হয় দুই হাজার ৭৩১ কোটি ডলার। যা আগের বছরের চেয়ে ১০ দশমিক ৫৮ শতাংশ বেশি। ওই বছরের একই সময়ে আমদানি হয় চার হাজার ১১৮ কোটি ডলার। যা আগের বছরের চেয়ে ১২ দশমিক ৩৮ শতাংশ কম।

চলতি অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছে দুই হাজার ৭৫৪ কোটি ডলার। যা আগের অর্থবছরের চেয়ে দশমিক ৮৪ শতাংশ বেশি। একই সময়ে আমদানি হয়েছে তিন হাজার ৩৬৮ কোটি ডলার। যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৮ দশমিক ১৯ শতাংশ কম। এভাবে আমদানি রপ্তানিতে ভারসাম্য আনা হচ্ছে।

একইভাবে বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার পরিমাণ কমানো হয়েছে, বাড়ানো হয়েছে পরিশোধ। ফলে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি কমে এসেছে। এর স্থিতি এক বছরের ব্যবধানে ৯ হাজার ৮০০ কোটি ডলার থেকে কমে ৯ হাজার ৪০০ কোটি ডলারে নেমেছে। এক বছরে ঋণ কমেছে ৪০০ কোটি ডলার।

এদিকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হুন্ডি কমাতে ব্যাংকিং সেবার পরিধি বাড়ানো হচ্ছে। যেসব দেশে হুন্ডি বেশি হচ্ছে ওইসব দেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে হুন্ডির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গত এক বছরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে হুন্ডির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে।

গত অর্থবছরে রেমিট্যান্স বেড়েছে পৌনে ৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বরে বেড়েছে প্রায় ৩ শতাংশ।

Daily Janakantha
08 February 2024

ডিএসইতে লেনদেন ছাড়িয়েছে ১৭০০ কোটি টাকা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ চলতি সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়েছে ৬ পয়েন্ট। অন্য পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ৭২ পয়েন্ট। আজ ডিএসই ও সিএসইতে সূচক এবং লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে। এদিন ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। সিএসইতে লেনদেন হয়েছে ২৯ কোটি ২৩ লাখ টাকা। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ডিএসই সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৬ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ৩৫২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ এর আগের দিনের তুলনায় ২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৩৮৭ পয়েন্টে এবং ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৮ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৩৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এদিন ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ৩৯৪ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে ১৯৮টির। বিপরীতে দাম কমেছে ১৫৮টির। আর অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৮টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম। এর আগে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর পুঁজিবাজারে সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে। যা আজ ১৬ মাস পর আবারও পুঁজিবাজারে সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকা, যা এর আগের দিন ছিল ১ হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ টাকা। সে হিসাবে লেনদেন বেড়েছে ৭৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা।

Dainik Bangla
08 February 2024

ইউসিবির দ্বিতীয় পারপেচুয়াল বন্ডের লেনদেন শুরু আজ

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) পিএলসির দ্বিতীয় পারপেচুয়াল বন্ডের লেনদেন আজ থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) শুরু হতে যাচ্ছে। বন্ডটির ইউনিট এক্সচেঞ্জটির 'এন' ক্যাটাগরিতে লেনদেন হবে। করপোরেট বন্ড খাতে লেনদেন শুরু হতে যাওয়া এ বন্ডের ডিএসই কোম্পানি কোড হবে ২৬০১৭। স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গত বছরের ২৬ জুন নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) ৮৭৩তম কমিশন সভায় ইউসিবির ৩০০ কোটি টাকার দ্বিতীয় পারপেচুয়াল বন্ডের অনুমোদন দেওয়া হয়। সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন। বন্ডটির বৈশিষ্ট্য হলো- আনসিকিউরড, কনটিনজেন্ট-কনভার্টেবল, ফুললি পেইড-আপ নন-কিউমুলেটিভ।

অনুমোদনের শর্ত অনুসারে, বন্ডটির ২৭০ কোটি টাকার ইউনিট প্রাইভেট প্লেসমেন্টে ইস্যু করেছে ইউসিবি। বাকি ৩০ কোটি টাকার ইউনিট পাবলিক অফারের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছে। এ বন্ডের কুপন হার ৬ থেকে ১০ শতাংশ। বন্ডটির প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ৫ হাজার টাকা। বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থে ইউসিবি টায়ার-১ মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করবে।

এ বন্ডের ট্রাস্টির দায়িত্বে রয়েছে প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ও অ্যারেঞ্জারের দায়িত্ব পালন করছে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড। এর ইস্যু ব্যবস্থাপনা ও অবলেখনের দায়িত্বে রয়েছে যথাক্রমে প্রাইম ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ও সোনালী ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড। বন্ডটিকে অলটারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) তালিকাভুক্ত হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক

Desh Protikhon
08 February 2024

ডিএসইতে ১৬ মাসে সর্বোচ্চ লেনদেন

পুঁজিবাজারে লেনদেনের পালে হাওয়া বাজারমুখী হচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি

পুঁজিবাজারে লেনদেনের পালে হাওয়া লেগেছে। প্রায় প্রতিদিনই ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে লেনদেনের গতি। ফলে সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বেড়ে এক হাজার ৭০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এর মাধ্যমে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের পর একদিনে সর্বোচ্চ লেনদেন হলো। ফলে নতুন জোয়ার এসেছে দেশের পুঁজিবাজারে। এই কিছুদিন আগেও যেখানে নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে পড়ে যে বাজার মরার মতো ধুঁকছিল, সে বাজার এখন টানা ঊর্ধ্বমুখী।

বাড়ছে বিনিয়োগকারীদের আনাগোনা। প্রায় দেড় বছর মন্দার পর পুঁজিবাজারে প্রাণ ফিরতে শুরু করেছে। এর মাধ্যমে চলতি সপ্তাহে লেনদেন হওয়া চার কার্যদিবসেই প্রধান মূল্যসূচক বাড়লো। অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচকের সাথে বেড়েছে লেনদেন। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গতকাল বুধবার ডিএসইতে ১ হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ ৫৬ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর আগে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ডিএসইতে ১ হাজার ৮১০ কোটি ৫২ লাখ ৪৬ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছিল। গতকাল ডিএসইতে আগের দিন থেকে ৭৮ কোটি ৬ ▶▶ ২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

০ লাখ ৬২ হাজার টাকা বেশি লেনদেন হয়েছে। গতকাল ডিএসইতে ১ হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ ৯৪ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছিল।

বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডিএসই প্রধান বা ডিএসইএক্স সূচক ৬.৪৩ পয়েন্ট বা ০.১০ শতাংশ বেড়ে অবস্থান করছে ৬ হাজার ৩৫২.৪৯ পয়েন্টে। অন্য সূচকগুলোর মধ্যে ডিএসইএস বা শরীয়াহ সূচক ২.২৬ পয়েন্ট ০.১৬ শতাংশ বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ৩৮৭.৫০ পয়েন্টে এবং ডিএসও৩০ সূচক ৮.৪২ পয়েন্ট ০.৩৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ১৩৫.২৮ পয়েন্টে। মঙ্গলবার ডিএসইতে মোট ৩৯৪টি কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে দর বেড়েছে ১৯৮টির, কমেছে ১৫৮টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৮টির।

অপর পুঁজিবাজার সিএসইর প্রধান সূচক সিএসসিএক্স ৪২.৬৯ পয়েন্ট বা ০.৩৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৮৭৮.৯৮ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৭২.৩৫ পয়েন্ট বা ০.৩৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার ১৭৪.৯৯ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ৫.৫৭ পয়েন্ট বা ০.৪৯ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ১৬৭.৮৪ পয়েন্টে এবং সিএসই৩০ সূচক ৩০.৪০ পয়েন্ট বা ০.২২ শতাংশ বেড়ে ১৩ হাজার ৪১৮.৮৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

গতকাল সিএসইতে ২৮৮টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে দাম বেড়েছে ১৫০টির, কমেছে ১০৮টির ও অপরিবর্তিত রয়েছে ৩০টির। দিন শেষে সিএসইতে ২৯ কোটি ২৩ লাখ ১৩ হাজার টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ২৩ কোটি ৩২ লাখ ৭১ হাজার টাকার শেয়ার।

Daily Anandabazar
08 February 2024

পারবে।

লেনদেন বেড়ে ১৭শ কোটি টাকা ছাড়ালো

আনন্দবাজার ডেস্ক

দেশের শেয়ারবাজারে লেনদেনের পালে হাওয়া লেগেছে। প্রায় প্রতিদিনই ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে লেনদেনের গতি। বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বেড়ে এক হাজার ৭০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এর মাধ্যমে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের পর একদিনে সর্বোচ্চ লেনদেন হলো।

১৬ মাসে সর্বোচ্চ

লেনদেনের গতি বাড়ার পাশাপাশি সার্বিক শেয়ারবাজারেও বেশ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ডিএসইতে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে প্রধান মূল্যসূচক। অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) মূল্যসূচক বেড়েছে। এর মাধ্যমে চলতি সপ্তাহে লেনদেন হওয়া চার কার্যদিবসেই প্রধান মূল্যসূচক বাড়লো।

বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায়, বুধবার শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমার মাধ্যমে। ফলে লেনদেন শুরু হতেই ডিএসইর প্রধান সূচক ৮ পয়েন্ট কমে যায়। তবে আধাঘণ্টার মধ্যে দাম বাড়ার তালিকায় চলে আসে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠান।

ধারাবাহিকভাবে একের পর এক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ায় লেনদেনের এক পর্যায়ে ডিএসইর প্রধান সূচক ২৪ পয়েন্ট বেড়ে যায়। তবে লেনদেনের শেষ দিকে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম কমে যায়। এতে দাম কমার তালিকা ছোট হওয়ার পাশাপাশি সূচকের ঊর্ধ্বমুখিতাও কমে। এমনকি বাছাই করা কোম্পানি নিয়ে গঠিত সূচক ঋণাত্মক হয়ে পড়ে।

দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে দাম বাড়ার তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ১৯৮টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ১৫৮টির। আর ৩৮টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দাম বাড়ার তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৬৫টির দাম ৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এরমধ্যে হল্টেড (একদিনে যতটা বাড়া সম্ভত ততোটাই বেড়েছে) হয়েছে ২৪ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৬ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ৩৩৫২ পয়েন্টে উঠে এসেছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ্ আগের দিনের তুলনায় ২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৩৮৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

Daily Kaler Kantha
08 February 2024

সব তালিকাভুক্ত কম্পানির অভিন্ন করহার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ব্যাংকের করপোরেট আয়করের হার ৩০ শতাংশে কমিয়ে আনা এবং সব তালিকাভুক্ত কম্পানির জন্য অভিন্ন করহার প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিবি)।

গত মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জাতীয় রাজস্ব ভবনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক-বাজেট আলোচনাসভায় এ প্রস্তাব দেন এবিবির চেয়ারম্যান সেলিম রেজা ফরহাদ হোসেন।

সভায় সংগঠনটির পক্ষে আয়কর নিয়ে ২৬টি ও মূসক এবং আবগারি শুল্ক নিয়ে চারটি প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। যাতে আগামী বাজেটে এগুলো রাখা হয়। এবিবির আরো উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের সীমা ৫০ লাখ এবং ক্রেডিট কার্ডে পাঁচ লাখ টাকার ওপরে পিএসআর দাখিল বাধ্যতামূলক, মেয়াদি

বাজেট আলোচনাসভায় এবিবির প্রস্তাব

ব্যাংক আমানত হিসাব খোলা ও বহাল রাখার ক্ষেত্রে পিএসআর দাখিলের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার, স্বীকৃত ভবিষ্যৎ ও আনুতোষিক তহবিলের অর্জিত আয়ের ওপর আরোপিত কর প্রত্যাহার, ব্যাংকগুলোকে সমাজে আরো বেশি অবদান রাখতে উৎসাহিত করার জন্য সম্পূর্ণ সিএসআর ব্যয় কর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করা, ট্রেজারি বিল ও বন্ড হতে উদ্ভূত মূলধনী আয়কে আগের মতো করমুক্ত রাখা, এসএমই খাতের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভারের করমুক্ত সীমা বৃদ্ধি, দ্বৈত কর ট্রিটি হলো সরকার থেকে সরকার পর্যায়ের চুক্তি এবং ব্যাংকগুলোকে দ্বৈত কর চুক্তিতে বর্ণিত কর হার প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া, ইসলামী শরিয়া মোতাবেক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের জন্য জাকাত বাবদ খরচকে অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচনা করা, বিদ্যমান ব্যক্তিগত কর হার পুনর্গঠন এবং ব্যক্তি পর্যায়ে করমুক্ত সীমা পুরুষদের ক্ষেত্রে পাঁচ লাখ, মহিলাদের পাঁচ লাখ ৫০ হাজার ও অন্যদের ছয় লাখ করা, ঋণ এবং ক্রেডিট কার্ডের ওপর থেকে আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা।

এসব প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম বলেন, 'কোথায় আমাদের কর ছাড় দেওয়া প্রয়োজন, সেটা ধাপে ধাপে আমরা খুঁজে বের করছি। আপনাদের দাবিগুলো আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখব কী করা যায়।'

Daily Ittefaq
08 February 2024

শেয়ার বাজারে লেনদেন ছাড়াল ১৭০০ কোটি টাকা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের প্রধান শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গতকাল বুধবার লেনদেন ছাড়িয়েছে ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। এ নিয়ে চলতি সপ্তাহের চার কার্যদিবসেই এই বাজারে দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। লেনদেনের পাশাপাশি গতকাল সূচকও বেড়েছে।বাজার সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, 'ফ্লোরপ্রাইস' প্রত্যাহার নিয়ে যে আতঙ্ক ছিল তা কেটে যাচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজারে আসতে শুরু করেছে। এ কারণেই প্রতিদিন লেনদেন বাড়ছে।

বাজার পর্যালোচনায় দেখা গেছে, গতকাল ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৬.৪৩ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ৩৫২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এছাড়া, ডিএসই শরিয়াহ সূচক ২.২৬ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৩৮৭ পয়েন্টে ও ডিএস৩০ সূচক ৮.৪২ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৩৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। এদিন এই বাজারে মোট ১ হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকা লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ টাকা। গতকাল ডিএসইতে লেনদেনকৃত মোট ৩৯৪ কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের মধ্যে দর বেড়েছে ১৯৮টির, কমেছে ১৫৮টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৮টি দর।

দেশের প্রধান এই শেয়ার বাজারে গতকাল টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ১০টি কোম্পানি হলো: ওরিয়ন ফার্মা, ওরিয়ন ইনফিউশন, খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, অলিম্পিক এক্সোসরিজ, বিডি থাই অ্যালুমেনিয়াম, ফু-ওয়াং ফুড, সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস, আইএফআইসি ব্যাংক ও এমরেল্ড অয়েল।

অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স ৪৯.০৩ পয়েন্ট বেড়ে ১০ হাজার ৮৮৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। লেনদেন হয়েছে ২৯ কোটি ২৩ লাখ টাকা। আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ২৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা। গতকাল সিএসইতে লেনদেনকৃত মোট ২৮৮টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের মধ্যে দর বেড়েছে ১৪৮টির, কমেছে ১১১টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২৯টি দর।

Daily Nayadiganta
08 February 2024

হুট করেই বাড়ছে-কমছে পুঁজিবাজারে শেয়ারের দর

● বিশেষ সংবাদদাতা

মূল্যসূচক, শেয়ারদর, লেনদেনে টাকার পরিমাণ থাকলেও পুঁজিবাজারে একধরনের অস্থিরতা রয়েছে। যার কারণে বিক্রির চাপ অর্ধশত কোটি টাকার বেশি। ডিএসইতে গতকাল লেনদেনের প্রথম আধা ঘণ্টায় সূচক বাড়ে ২ পয়েন্ট। আর লেনদেন হয় প্রায় সাড়ে তিন শ' কোটি টাকার। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেডের (কেপিপিএল) শেয়ারের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া এবং অধিক পরিমাণ শেয়ার লেনদেনের কারণ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে (ডিএসই) তদন্ত করার এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

- লেনদেন বেড়ে এক হাজার ৭৩০ কোটি টাকায়
- টাকায় লেনদেন ৪.৭৬ শতাংশ বেড়েছে
- খুলনা প্রিন্টিংয়ের শেয়ারদর তদন্তের নির্দেশ বিএসইসির

দিনের তথ্য থেকে বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডিএসইর প্রধান সূচক 'ডিএসইএক্স' ৬ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ৩৫২.৪৯ পয়েন্টে এবং শরিয়াহ সূচক 'ডিএসইএস' ২ দশমিক ২৬ পয়েন্ট বেড়ে এক হাজার ৩৮৭.৫০ পয়েন্টে অবস্থান করছে। আর ডিএসই-৩০ সূচক ৮ দশমিক ৪২ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৩৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ৫৩ কোটি ৮৯ লাখ এক হাজার ৮৯৬টি শেয়ার, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও বন্ড ডিএসইতে এক হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ ৫৬ হাজার টাকায় বেচাকেনা হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছিল এক হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ টাকার। এখানে লেনদেন বেড়েছে ৭৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা। আর লেনদেনে অংশ নিয়েছে ৩৯৪টি কোম্পানি। এর মধ্যে দর বেড়েছে ১৯৮টির, কমেছে ১৫৮টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৮টির।

অন্য দিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৭২ দশমিক ৩৫ পয়েন্ট বেড়ে ১৮ হাজার ১৭৪ পয়েন্টে রয়েছে। সিএসইতে লেনদেন হওয়া ২৮৮টি কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ১৫০টির, দর কমেছে ১০৮টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩০টির। ২৯ কোটি ২৩ লাখ ১৩ হাজার ৭৪৯ টাকায় মোট ৯৮ লাখ ৭৫ হাজার ৩৫৫টি শেয়ার, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও বন্ড হাতবদল হয়েছে।

ব্লক মার্কেটে ৫৭টি কোম্পানি লেনদেনে : এ দিকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে গতকাল ৫৭টি কোম্পানির মোট ৭৯ লাখ ৬৫ হাজার ২৭২টি শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড হাতবদল হয়েছে। ওই শেয়ারগুলোর গতকালের বাজারদর ছিল ৪৮ কোটি ৬৭ লাখ ৩২ হাজার টাকা। সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে সিঙ্গার বিডি, ওরিয়ন ফার্মা, সোনালী পেপার এবং গ্রামীণফোন লিমিটেডের। এই চার কোম্পানির মোট শেয়ার লেনদেন হয়েছে ২৪ কোটি পাঁচ লাখ টাকারও বেশি, যা ব্লক মার্কেটে মোট লেনদেনের ৫০.৩৩ শতাংশ। সিঙ্গার বিডির সাড়ে সাত লাখ শেয়ার ১১ কোটি ৬২ লাখ ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আর ওরিয়ন ফার্মার চার কোটি ২৫ লাখ ৭৪ হাজার টাকার, সোনালী পেপারের চার কোটি ২০ লাখ ৬৩ হাজার টাকার এবং গ্রামীণফোনের তিন কোটি ৯৬ লাখ ৯৯ হাজার টাকার, সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্সের তিন কোটি ৯২ লাখ টাকার, সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের তিন কোটি ৬৩ লাখ ২৫ হাজার টাকার, স্কয়ার ফার্মার দুই কোটি ৬১ লাখ ৪৪ হাজার টাকার, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার টাকার, কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্সের ৯৫ লাখ ৭২ হাজার টাকার এবং সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেডের ৯০ লাখ ৩১ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।

খুলনা প্রিন্টিংয়ের তদন্তের নির্দেশ : বিএসইসি বলছে, খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিংয়ের কারখানায় উৎপাদন দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে। তারপরও কোম্পানিটির শেয়ারের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। গত রোববার কোম্পানিটির বর্তমান পরিস্থিতি জানার জন্য কারখানা পরিদর্শন করেছে ডিএসইর পরিদর্শকদল। পরিদর্শনকালে তারা কারখানাটি বন্ধ পেয়েছে। এই সংবাদ প্রকাশ পাওয়ার পরেও কোম্পানিটির শেয়ারের দামের উল্লম্ফন থামেনি। এরই ধরাবাহিকতায় কোম্পানিটির শেয়ারের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া এবং হঠাৎ অধিক পরিমাণ শেয়ার লেনদেনের কারণ খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসইসি।

দেখা গেছে, গত ২ জানুয়ারি কোম্পানিটির শেয়ারদর ছিল ২৬ টাকা। আর ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোম্পানিটির শেয়ারের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬ টাকা ৮০ পয়সায়। ফলে এই সময়ের মধ্যে কোম্পানিটির শেয়ারদর ১১৮ টাকা ৪৬ শতাংশ বেড়েছে। এ ছাড়া ২ জানুয়ারি কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৪৬ লাখ ৫৫ হাজার ৮৭১ টাকা। আর ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪ লাখ ৬১ হাজার ১৯২ টাকা।

Daily Amader Shomoy
08 February 2024

করপোরেট করে শর্ত প্রত্যাহারের প্রস্তাব

প্রাক-বাজেট আলোচনায় এমসিসিআই এফআইসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

উচ্চ কার্যকর করপোরেট কর দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে অন্যতম বড় বাধা বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। গত কয়েকটি অর্থবছরে শর্তসাপেক্ষে করপোরেট কর কমিয়েছে সরকার। কিন্তু জটিল শর্ত পূরণ করে কমানো করহারের সুবিধা নিতে পারছেন না অনেকেই। তাই শর্ত পরিহার করে কার্যকর করপোরেট কর কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং ফরেন ইনভেস্টর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই)।

গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সম্মেলনকক্ষে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক-বাজেট আলোচনায় সংগঠন দুটির নেতারা এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম।

এমসিসিআই সভাপতি কামরান টি রহমান বলেন, গত অর্থবছরে নগদ লেনদেনের শর্ত জুড়ে দিয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রে করপোরেট করহার আড়াই শতাংশ পর্যন্ত কমানো হয়েছে। কিন্তু ■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

করপোরেট করে শর্ত প্রত্যাহারের প্রস্তাব

(শেষ পৃষ্ঠার পর) দেশের ৮০ শতাংশের বেশি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি হওয়ায় এ শর্ত পূরণ করে কমানো করের সুবিধা কেউ-ই ভোগ করতে পারছেন না। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের অনেক ব্যয়কে করের আওতায় গণ্য করা এবং উৎসে কর বেশি হওয়ায় কার্যকর কর অনেক বেড়ে যায়। বর্তমানে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে করহার ২০ শতাংশ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ক্ষেত্রবিশেষ বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ। বিনিয়োগ ও ব্যবসাবাণিজ্য সহজ করতে কার্যকর করপোরেট কর কমাতে হবে।

তিরি আরও বলেন, নতুন অর্থ আইনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ তহবিল, অনুমোদিত বার্ধক্য ও আনুতোষিক তহবিল এবং শ্রমিককল্যাণ তহবিলের ওপর কর রয়েছে। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের তহবিলে কোনো কর নেই। এটি আইনগতভাবে দৃষ্টকটু। তাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ কর প্রত্যাহার করা উচিত।

এমসিসিআইয়ের প্রস্তাবনায় বলা হয়, চলতি অর্থবছরে ৪৩ ধরনের সরকারি সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন জমাদানের প্রমাণপত্র দাখিলের বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা বাণিজ্যে সক্ষমতা কমার পাশাপাশি ব্যবসা সহজ করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত করছে। এর পরিসর সীমিত করা উচিত।

এফআইসিসিআই প্রেসিডেন্ট জাভেদ আক্তার বলেন, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যেসব দেশ থেকে তুলনামূলক বেশি মুনাফা নিয়ে যেতে পারবে, সে দেশেই বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। তাই এ ক্ষেত্রে কার্যকরী তথা প্রকৃত করহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদি ১ শতাংশ কর বাড়ানো হয়, তা হলে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ কমে যায়। বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, ভারত এমনকি পাকিস্তানের চেয়েও অনেক কম। অথচ দেশের টেকসই উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর বিকল্প নেই।

তাই শর্ত ছাড়াই করপোরেট কর কমানোর প্রস্তাব দেন তিনি। সেই সঙ্গে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বন্দর থেকে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া আরও সহজ ও দ্রুত করার ব্যবস্থা গ্রহণেরও তাগিদ দেন তিনি।

এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম বলেন, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর সরকার চাইলেও অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিতে পারবে না। এ ছাড়া বিশ্ব অর্থনীতিতে গত কয়েক বছর নানা ইস্যুতে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আগামীতেও খুব সহসায় এসব চ্যালেঞ্জ চলে যাবে বলে কোনো পূর্বাভাস নেই। তাই এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনার সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। তবে যৌক্তিক ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকার ব্যবসায়ীদের পাশে থাকবে। কারণ ব্যবসা সম্প্রসারিত হলে রাজস্বও বাড়বে।

বৈঠকে এনবিআরের সদস্য (কাস্টমসনীতি) মাসুদ সাদিক, সদস্য (করনীতি) একেএম বদিউল আলম, এমসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি নিহাদ কবির, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন কমিটির চেয়ারম্যান হাসান মাহমুদ, এফআইসিসিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক নুরুল কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

Daily Jai Jai Din
08 February 2024

১৬ মাসে সর্বোচ্চ লেনদেন বেড়ে ১৭০০ কোটি টাকা ছাড়াল

■ অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

দেশের শেয়ারবাজারে লেনদেনের পালে হাওয়া লেগেছে। প্রায় প্রতিদিনই ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে লেনদেনের গতি। বুধবার প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বেড়ে এক হাজার ৭০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এর মাধ্যমে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের পর একদিনে সর্বোচ্চ লেনদেন হলো।

লেনদেনের গতি বাড়ার পাশাপাশি সার্বিক শেয়ারবাজারেও বেশ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ডিএসইতে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে প্রধান মূল্যসূচক। অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) মূল্যসূচক বেড়েছে। এর মাধ্যমে চলতি সপ্তাহে লেনদেন হওয়া চার কার্যদিবসেই প্রধান মূল্যসূচক বাড়ল।

বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায়, বুধবার শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমার মাধ্যমে। ফলে লেনদেন শুরু হতেই ডিএসইর প্রধান সূচক ৮ পয়েন্ট কমে যায়। তবেআধাঘণ্টার মধ্যে দাম বাড়ার তালিকায় চলে আসে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠান।

ধারাবাহিকভাবে একের পর এক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ায় লেনদেনের এক পর্যায়ে ডিএসইর প্রধান সূচক ২৪ পয়েন্ট বেড়ে যায়। তবে লেনদেনের শেষ দিকে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম কমে যায়। এতে দাম কমার তালিকা ছোট হওয়ার পাশাপাশি সূচকের উর্ধ্বমুখিতাও কমে। এমনকি বাছাই করা কোম্পানি নিয়ে গঠিত সূচক ঋণাত্মক হয়ে পড়ে।

দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে দাম বাড়ার তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ১৯৮টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ১৫৮টির। আর ৩৮টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দাম বাড়ার তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৬৫টির দাম ৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এরমধ্যে হল্টেড (একদিনে যতটা বাড়া সম্ভত ততটাই বেড়েছে) হয়েছে ২৪ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার।

এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৬ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ৩৩৫২ পয়েন্টে উঠে এসেছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ্ আগের দিনের তুলনায় ২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৩৮৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। আর বাছাই করা ভালো ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৮ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৩৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে।

প্রধান মূল্যসূচক বাড়ার দিনে ডিএসইতে এক হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে

শেয়ারবাজার

ডিএসইতে দাম বাড়ার তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ১৯৮টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ১৫৮টির। আর ৩৮টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে

লেনদেন হয় এক হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ টাকার। সে হিসাবে লেনদেন বেড়েছে ৭৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা। এর মাধ্যমে টানা চার কার্যদিবস দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন হলো।

এই লেনদেনে সব থেকে বেশি অবদান রেখেছে ওরিয়ন ফার্মার শেয়ার। কোম্পানিটির ১০০ কোটি ৯৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ওরিয়ন ইনফিউশনের ৫৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ৪৭ কোটি ২৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- অলিম্পিক এক্সোসরিজ, বিডি থাই অ্যালুমেনিয়াম, ফু-ওয়াং ফুড, সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস, আইএফআইসি ব্যাংক ও এমরেল্ড অয়েল।

অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ৭২ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২৮৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫০টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১০৮টির এবং ৩০টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ২৯ কোটি ২৩ লাখ টাকা। আগের দিন লেনদেন হয় ২৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা।

Daily Bhorer Kagoj
08 February 2024

দুর্বল ব্যাংকগুলোকে টেনে তোলার চেষ্টা

সুফল মিলবে কি?

- প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা
- কে, কীভাবে চিহ্নিত করবে দুর্বল ব্যাংক?
- নীতিমালা প্রয়োগে কঠোর হওয়ার পরামর্শ

মরিয়ম সেঁজুতি : ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ পাহাড়ের চূড়ায়। সুশাসনের অভাবও দীর্ঘদিনের। প্রতিনিয়তই দুর্বল হয়ে পড়ছে কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। তারল্য সংকটসহ ব্যাংকগুলোতে রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট। এমন পরিস্থিতিতে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করার পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি দূর করা, পরিচালনা পর্ষদ শক্তিশালী করা এবং প্রশাসনিক ব্যয় কমাতে এ উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তবে একীভূত হওয়ার তিন বছর পর্যন্ত কাউকে চাকরিচ্যুত করা যাবে না। অর্থনীতিবিদদের মতে, খারাপ ব্যাংককে ভালো ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করলে ব্যাংক খাতের জন্য সুফল বয়ে আনবে। তবে কিছুটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

অর্থনীতিবিদরা দীর্ঘদিন ধরেই বলছিলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির আকারের তুলনায় ব্যাংকের সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু সরকার তা আমলে না নিয়ে একের পর এক ব্যাংকের অনুমোদন দিয়েছে। যে ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের এমন সিদ্ধান্ত শুনবেন না বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ভোরের কাগজকে বলেন, বিষয়টি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লোক দেখানো হলে কিছু বলার নেই। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমন সিদ্ধান্ত সফল করতে হলে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে আরো কঠিন হতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা প্রয়োগ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, তা আগে দেখতে হবে।

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

সুফল মিলবে কি?

● প্রথম পাতার পর

নিয়ম শক্তভাবে প্রয়োগ না হলে কোনো ফল আসবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, ব্যর্থতায় পুরনো কিছু নীতির সংশোধন হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে যে নীতিমালা ও ক্ষমতা আছে তা দিয়েই ব্যাংকে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব। ব্যাংকিং খাতে এটিই সবচেয়ে বেশি ঘাটতিতে আছে। তিনি বলেন, কিছু কিছু ব্যাংকের গভর্নেন্স একেবারেই নেই। খেলাপিতে জর্জরিত, জনগণের আস্থাও নষ্ট হয়ে গেছে এসব ব্যাংকের প্রতি। তাই এসব দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূত করা হলে ব্যাংকিং খাতে কিছু সুফল পাওয়া যাবে। গ্রাহকের আস্থাও ফিরে আসবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে– এসব দুর্বল ব্যাংক চিহ্নিত করবে কীভাবে? বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেই জানে না, তাহলে তারা সিদ্ধান্ত নিবে কীভাবে? মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে দুর্বল ব্যাংক চিহ্নিত করে একীভূত করার উদাহরণ রয়েছে উল্লেখ করে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সফল ও সুন্দর সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

তিনি আরো বলেন, শুধু ব্যাংকগুলোই নয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এর আওতায় আনতে হবে। দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক। তাই একটির ত্রুটি ঠিক করা হবে, আর আরেকটি ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে তা ঠিক নয়। সবার আগে বাংলাদেশ ব্যাংককে শক্ত হতে হবে।

২০০৯ সালে একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছিল উল্লেখ করে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, শুধু রোডম্যাপ তৈরি করে দিলেই হবে না, একটি সঠিক গাইডলাইনও তৈরি করে দিতে হবে। পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নিতে হবে।

রোডম্যাপ উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু ফারাহ মো. নাছের বলেন, দুর্বল ব্যাংক সংস্কারের বড় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মূলধন খেলাপি ঋণসহ চারটি সূচকের মাধ্যমে দুর্বল ব্যাংক চিহ্নিত করা হবে। সবল কোনো ব্যাংকের সঙ্গে দুর্বল ব্যাংক একীভূত হবে। গত ব্যাংকার্স সভায় ব্যাংকগুলোকে বলে দেয়া হয়েছে যারা দুর্বল তারা আগে থেকে প্রস্তুতি নেবে কার সঙ্গে একীভূত হবে। যদি কেউ এ ধরনের প্রস্তুতি না নেয় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে একীভূত করে দেবে বলে জানান তিনি।

এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকে গত বুধবার অনুষ্ঠিত ব্যাংকার্স সভায় গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেছেন, দেশের ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে ৪০টির মতো ব্যাংক ভালো অবস্থায় আছে। বাকিগুলোর মধ্যে ৮-১০টি ব্যাংক একীভূত হতে পারে। এজন্য ভালো ও দুর্বল ব্যাংকের এমডিদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরুর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তবে গভর্নর এই আলোচনার সূত্রপাত করেছেন গত ডিসেম্বরে জারি করা 'প্রম্পট কারেক্টিভ অ্যাকশন (পিসিএ)' শীর্ষক নীতিমালার মাধ্যমে। ২০২৪ সালের আর্থিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের মার্চ থেকে এই নীতিমালা কার্যকর হবে।

ওই নীতিমালা অনুযায়ী, মূলত পাঁচটি সূচকের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোর মান বা শ্রেণি নির্ধারণ করা হবে। সেগুলো হলো– ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণ (সিআরএআর), টিয়ার-১ ক্যাপিটাল রেশিও বা মূলধন অনুপাত, কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ (সিইটি১) রেশিও, নিট খেলাপি ঋণ এবং করপোরেট গভর্নেন্স বা সুশাসন। পাঁচ সূচকে লাগাতার পতন হলে সব শ্রেণির ব্যাংককে 'অনিরাপদ' ও 'আর্থিকভাবে অস্বাস্থ্যকর বা দুর্বল' হিসেবে চিহ্নিত করবে বাংলাদেশ ব্যাংক। পরপর দুই ক্যাটাগরিতে অবনতি হলে সবচেয়ে 'দুর্বল' ব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। দুর্বলতা কাটিয়ে ব্যাংকের মানোন্নয়নে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে কোনো ব্যাংককে একীভূত করার পদক্ষেপ নিতে পারবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

তবে এই নীতিমালা অনুযায়ী একীভূত হওয়ার বিষয়ে আর্থিক খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্যাংক একীভূত করতে হলে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে এবং কাজ শুরু করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব ব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন ভোরের কাগজকে বলেন, নিজেরা নিজেদের সবল করতে না পারলে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে দুর্বল ব্যাংকগুলোর একটি সুরাহা করাই হচ্ছে একীভূত করার মূল উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হচ্ছে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে খুঁজে বের করতে মডেল কী হবে, তার ওপরে নির্ভর করবে। তিনি বলেন, ব্যাংকিং খাতে কোনো দুর্বল প্রতিষ্ঠান থাকলে পুরো খাতই ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এই ঝুঁকি এড়ানোর একটা অন্যতম ব্যবস্থা হচ্ছে একীভূত করা। তবে এটা সহজ কাজ নয়। কারণ দুর্বল ব্যাংকের সম্পদ ও দেনা দুই-ই আছে। মূলধন ঘাটতি আছে। তাই একীভূত করতে সক্ষম ব্যাংককে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। যদি কেউ আগ্রহ প্রকাশ করে এগিয়ে আসে তবে তার কারণও খুঁজে দেখতে হবে।

এর আগে ২০১৯ সালেও ব্যাংকিং খাতকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। দুর্বল ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে বাধ্যতামূলকভাবে একে অপরের সঙ্গে একীভূত হতে পারে, সেজন্য একটি সুনির্দিষ্ট মার্জার নীতিমালা তৈরি করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন আর্থিক স্থিতিশীলতা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ড. মো. কবির আহমদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য হিসেবে ছিলেন ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ এবং অফসাইট সুপারভিশন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এই কমিটি একটি প্রতিবেদন তৈরি করে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের কাছে দাখিল করবে। কিন্তু পরবর্তীতে তা আর কাজে আসেনি।

বিআইবিএমের সাবেক মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী বলেন, ব্যাংকগুলো নিজে থেকে এগিয়ে না এলে জোর করে একীভূত করে দেয়ার ফল ভালো নাও হতে পারে। শক্তিশালী ব্যাংক দুর্বল ব্যাংকের দায়িত্ব নিতে চাইবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মালিক যেহেতু সরকার। এই ব্যাংকগুলোর একীভূতকরণের সিদ্ধান্ত সরকার নিতে পারে। কিন্তু বেসরকারি ব্যাংকগুলোর একীভূতকরণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকে।

Daily Bhorer Kagoj
08 February 2024

শেয়ারবাজারে সুবাতাস

কাগজ প্রতিবেদক : ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের পর অনেক শেয়ারের বড় পতন হওয়ার পরও সূচকের ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত। সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস গতকাল বুধবারও সূচকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এছাড়া আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন বেশ বেড়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) এদিন লেনদেনে অংশ নেয়া অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম বেড়েছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বাজার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের পর প্রথম কর্মদিবস রবিবার ২১ জানুয়ারি প্রধান শেয়ারবাজার ডিএসইর উদ্বোধনী সূচক ছিল ৬ হাজার ৩৩৬ পয়েন্ট। এর ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের প্রথম ৯ কর্মদিবসে ডিএসইর সূচক খোয়া যায় ২৩৯ পয়েন্ট। এরপর ২৯ জানুয়ারি থেকে শেয়ারবাজার ঘুরে দাঁড়ায়। তারপরের আট কর্মদিবসে ডিএসইর সূচক উঠে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৩৫২ পয়েন্টে। এতে দেখা যায়, ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের পর সূচক ডিএসইর সূচক ২৩৯ পয়েন্ট পতনের পর সূচক বেড়েছে ২৫৫ পয়েন্ট। অর্থাৎ ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের পর অনেক শেয়ারের বড় পতন হওয়ার পরও সূচক এগিয়েছে ১৬ পয়েন্ট। এদিকে গতকাল আরো ৬টি কোম্পানির ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহার করা হয়। এর মধ্যে গ্রামীণফোন, বিএটিবিসি ও রবি আজিয়াটার ফ্লোর প্রাইস শর্তসাপেক্ষে প্রত্যাহার হওয়ায় বাস্তবে এগুলোর ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহার এখনো কার্যকর হয়নি। তবে অন্য তিনটি কোম্পানিটির ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহার কার্যকর হয়েছে। যেগুলো হলো– ওরিয়ন ফার্মা, আনোয়ার গ্যালভেনাইজিং ও রেনেটা। কোম্পানি তিনটির মধ্যে আনোয়ার গ্যালভেনাইজিং ও রেনেটার শেয়ারদর আজ সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন দামে ক্রেতাশূন্য ছিল। তবে ওরিয়ন ফার্মার শেয়ার লেনদেনের শুরুতে সার্কিট ব্রেকারের সর্বনিম্ন দামে ক্রেতাশূন্য থাকলেও কিছুক্ষণ পর ভিন্ন চিত্রে আবির্ভূত হয়। এরপর দিনভর কোম্পানিটির শেয়ার আগের দিনের ফ্লোর প্রাইস ডিঙ্গিয়ে লেনদেন হয়।

বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, গত আট দিন শেয়ারবাজার বেশ চাঙ্গা ছিল। বিশেষ করে গত ৪-৫ দিন বাজার অনেক তুঙ্গে ছিল। যে কারণে গতকাল বাজার কিছুটা সংশোধন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সংশোধন শুরু হতেই বাজারে বাই প্রেসার শুরু হয়ে যায়। বাজার যেন এখন ভিন্ন চিত্রে আবির্ভূত হচ্ছে। আগে বাজার কিছুটা উঠলেই সেল প্রেসার শুরু হতো। এখন কিছুটা নামলেই বাই প্রেসার দেখা যায়। এটি বাজারের জন্য শুভ বার্তা।

বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাজারে এখন ছোট-বড় সব বিনিয়োগকারী সক্রিয় হচ্ছেন। যেসব বিনিয়োগকারী এতদিন সাইডলাইনে ছিল, তারাও বাজারে ফিরছেন। যে কারণে বাজারে বড় গতি দেখা যাচ্ছে। সবাই এখন আশাবাদী, বাজার সামনে অনেক ভালো হবে। যার আভাস ইতোমধ্যে দেখা যেতে শুরু করেছে।

বুধবার ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৬ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৬ হাজার ৩৫২ পয়েন্টে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক ২ দশমিক ২৬ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ৩৮৭ পয়েন্টে এবং ডিএসই-৩০ সূচক ৮ দশমিক ৪২ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ১৩৫ দশমিক ২৮ পয়েন্টে।

এদিন ডিএসইতে ১ হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কর্মদিবসে লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ টাকা। আজকের লেনদেন গত ১৬ মাস ১২ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর ডিএসইতে লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৮০৮ কোটি ৫২ লাখ টাকা।

গতকাল ডিএসইতে লেনদেন ৩৯৪টি প্রতিষ্ঠানের ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে দর বেড়েছে ১৯৮টির, কমেছে ১৫৮টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৮টির। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) গতকাল ২৯ কোটি ২৩ লাখ ১৩ হাজার টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ২৩ কোটি ৩২ লাখ ৭১ হাজার টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

এদিন সিএসইতে ২৮৮টি প্রতিষ্ঠান লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে দর বেড়েছে ১৫০টির, কমেছে ১০৮টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩০টি প্রতিষ্ঠানের। আগের দিন সিএসইতে ৩০৫টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। যার মধ্যে দর বেড়েছিল ১৩৬টির, কমেছিল ১৩২টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ৩৭টি প্রতিষ্ঠানের।

Daily Sangbad
08 February 2024

সূচক-লেনদেন দুটোই বেড়েছে শেয়ারবাজারে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস গতকাল দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মূল্যসূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। সূচকের উত্থানের সাথে সাথে লেনদেন ছাড়িয়েছে ১৭৩০ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সেচঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গতকাল ডিএসইতে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে। এদিন ডিএসইর প্রধান সূচক 'ডিএসইএক্স' ০৬ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৬ হাজার ৩৫২ পয়েন্টে। এছাড়াও, শরীয়াহ সূচক 'ডিএসইএস'২ দশমিক ২৬ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ৩৮৭ পয়েন্টে এবং ডিএসই-৩০ সূচক ৮ দশমিক ৪২ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৩৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

গতকাল ডিএসইতে ১ হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ টাকা। এদিন ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নিয়েছে হয়েছে ৩৯৪ টি কোম্পানির। এর মধ্যে দর বেড়েছে ১৯৮টির, কমেছে ১৫৮টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৮টির।

অন্যদিকে, দেশের আরেক পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৭২ দশমিক ৩৫ পয়েন্ট বেড়ে লেনদেন শেষ হয়েছে ১৮ হাজার ১৭৪ পয়েন্টে। এদিন সিএসইতে লেনদেন হওয়া ২৮৮টি কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ১৫০টির, দর কমেছে ১০৮টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩০টির। আলোচিত সময়ে টাকার অংকে লেনদেন হয়েছে ২৯ কোটি ২৩ লাখ টাকা।

ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ৩৯৪ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯৮টি বা ৫০.২৫ শতাংশ শেয়ার ও ইউনিটের দর বেড়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে বিডি ফাইন্যান্সের শেয়ারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি।

আগের কার্যদিবসে বিডি ফাইন্যান্সের শেয়ারের ক্লোজিং দর ছিল ২৯.০ টাকা। গতকাল লেনদেন শেষে কোম্পানিটির শেয়ার দর দাঁড়িয়েছে ৩১.৯০ টাকায়। অর্থাৎ গতকাল কোম্পানিটির শেয়ার দর ২.৯০ টাকা বা ১০.০ শতাংশ বেড়েছে। এর মাধ্যমে বিডি ফাইন্যান্স ডিএসইর টপটেন গেইনার তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে।

এদিন ডিএসইতে দর বৃদ্ধির শীর্ষ তালিকায় উঠে আসা অন্যান্য কোম্পানির মধ্যে রয়েছে- স্যালভো কেমিক্যালের ৯.৯৮ শতাংশ, ফু ওয়াং সিরামিকের ৯.৯৫ শতাংশ, মুন্নু ফেব্রিক্সের ৯.৯৪ শতাংশ, আরএকে সিরামিকসের ৯.৯২ শতাংশ, মতিন স্পিনিংয়ের ৯.৯২ শতাংশ, আফতাব অটোমোবাইলসের ৯.৮৮ শতাংশ, আমান কটন ফেব্রিক্সের ৯.৮৬ শতাংশ, এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলসের ৯.৮৬ শতাংশ এবং বেস্ট হোল্ডিংসের ৯.৮৫ শতাংশ।

গতকাল ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ৩৯৪ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫৮টি বা ৪০.১০ শতাংশ শেয়ার ও ইউনিটের দর কমেছে। এদিন কোম্পানিগুলোর মধ্যে খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিংয়ের শেয়ারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের অনাগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি।

আগের কার্যদিবসে খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিংয়ের শেয়ারের ক্লোজিং দর ছিল ৫২.৫০ টাকা। গতকাল লেনদেন শেষে শেয়ারটির ক্লোজিং দর দাঁড়িয়েছে ৪৭.৮০ টাকায়। অর্থাৎ গতকাল কোম্পানিটির শেয়ার দর ৪.৭০ টাকা বা ৮.৯৫ শতাংশ কমেছে। এর মাধ্যমে খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং টপটেন লুজার তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে।

এদিন ডিএসইতে টপটেন লুজার তালিকায় উঠে আসা অন্য কোম্পানিগুলোর মধ্যে- আনোয়ার গ্যালভানাইজিংয়ের ৮.৭২ শতাংশ, রেনাটার ৬.২৫ শতাংশ, বিডি থাই অ্যালুমিনিয়ামের ৪.১৯ শতাংশ, প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ৪.০৪ শতাংশ, জুট স্পিনার্সের ৩.৯১ শতাংশ, তিতাস গ্যাসের ৩.৫৫ শতাংশ, তুংহাই নিটিংয়ের ৩.৪৫ শতাংশ, এফএএস ফাইনান্সের ৩.৩৯ শতাংশ এবং গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের ৩.৩৩ শতাংশ শেয়ার দর কমেছে।

Daily Bangladesh Protidin
08 February 2024

শেয়ারবাজারে লেনদেন ছাড়াল ১৭০০ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

সূচকের উত্থানে লেনদেন হয়েছে শেয়ারবাজারে। গতকাল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বেড়ে ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এর মাধ্যমে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের পর এক দিনে সর্বোচ্চ লেনদেন হলো। অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) মূল্যসূচক বেড়েছে। দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে দাম বেড়েছে ১৯৮ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের। দাম কমেছে ১৫৮টির। আর ৩৮টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৬ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ৩৩৫২ পয়েন্টে উঠে এসেছে। প্রধান মূল্যসূচক বাড়ার দিনে ডিএসইতে ১ হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ১ হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ টাকার। সে হিসাবে লেনদেন বেড়েছে ৭৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা। এর মাধ্যমে টানা চার কার্যদিবস দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন হলো। লেনদেনের শীর্ষে ছিল ওরিয়ন ফার্মার শেয়ার।

Daily Alokito Bangladesh
08 February 2024

ডিএসইতে লেনদেন ছাড়িয়েছে ১৭০০ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস গতকাল বুধবার দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়েছে ৬ পয়েন্ট। অন্য পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ৭২ পয়েন্ট। আজ ডিএসই ও সিএসইতে সূচক এবং লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে। এদিন ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। সিএসইতে লেনদেন হয়েছে ২৯ কোটি ২৩ লাখ টাকা। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ডিএসই সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৬ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ৩৫২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ এর আগের দিনের তুলনায় ২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৩৮৭ পয়েন্টে এবং ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৮ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৩৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এদিন ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ৩৯৪ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে ১৯৮টির। বিপরীতে দাম কমেছে ১৫৮টির। আর অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৮টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম। এর আগে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর পুঁজিবাজারে সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে। যা আজ ১৬ মাস পর আবারও পুঁজিবাজারে সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে। ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকা, যা এর আগের দিন ছিল ১ হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ টাকা। সে হিসাবে লেনদেন বেড়েছে ৭৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা। ডিএসইতে লেনদেনের শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে ওরিয়ন ফার্মার শেয়ার। দ্বিতীয় স্থানে ওরিয়ন ইনফিউশন এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং। এ ছাড়া এ তালিকায় ক্রমানুসারে রয়েছে- অলিম্পিক এক্সেসরিজ, বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম, ফু-ওয়াং ফুড, সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস, আইএফআইসি ব্যাংক, এমারেল্ড অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ এবং মালেক স্পিনিং মিল। অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই ৭২ পয়েন্ট বেড়ে ১৮ হাজার ১৭৪ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এদিন সিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২৮৮ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫০টির দাম বেড়েছে।

Daily Amader Orthoneeti
08 February 2024

আট কার্যদিবস ধরে উত্থানে শেয়ারবাজার

ডিএসইতে লেনদেন ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ছাড়ালো

মাসুদ মিয়া: [১] দেশের শেয়ারবাজার গতকাল সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবারও সূচকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এই নিয়ে টানা আট কার্যদিবস ধরে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক উর্ধ্বমুখী অব্যাহত রয়েছে। গতকাল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বেড়ে এক হাজার ৭০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এর মাধ্যমে ১৬ মাসের মধ্যে শেয়ারবাজারে সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে আর আগে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের পর একদিনে সর্বোচ্চ লেনদেন হলো।

লেনদেনের গতি বাড়ার পাশাপাশি সার্বিক শেয়ারবাজারেও বেশ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। [২] ডিএসইতে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে প্রধান মূল্যসূচক। অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) মূল্যসূচক বেড়েছে। এর মাধ্যমে চলতি সপ্তাহে লেনদেন হওয়া চার কার্যদিবসেই প্রধান মূল্যসূচক বাড়লো।

[৩] এবিষয়ে বাজার বিশ্লেষকরা বলেন, শেয়ারবাজারে টানা উত্থানে কারনে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে লোকসানের পরিমাণ কিছুটা কমে আসছে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক কেটে ঘুরে দাঁড়িয়েছে শেয়ারবাজার। গত আট দিন ধরে শেয়ারবাজার বেশ চাঙ্গা রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা আরও বলছেন, বাজারে এখন ছোট-বড় সব বিনিয়োগকারী সক্রিয় হচ্ছেন। যেসব বিনিয়োগকারী এতদিন সাইডলাইনে ছিল, তারাও বাজারে ফিরছেন। যে কারণে বাজারে বড় গতি দেখা যাচ্ছে। সবাই এখন আশাবাদী, বাজার সামনে অনেক ভালো হবে। যার আভাস ইতোমধ্যে দেখা যেতে শুরু করেছে। [৪] গতকাল শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমার মাধ্যমে। ফলে লেনদেন শুরু হতেই ডিএসইর প্রধান সূচক ৮ পয়েন্ট কমে যায়। তবে আধাঘন্টার মধ্যে দাম বাড়ার তালিকায় চলে আসে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠান। এরপর পৃষ্ঠা ২, সারি ৫

ডিএসইতে লেনদেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) [৫] ধারাবাহিকভাবে একের পর এক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ায় লেনদেনের এক পর্যায়ে ডিএসইর প্রধান সূচক ২৪ পয়েন্ট বেড়ে যায়। তবে লেনদেনের শেষ দিকে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম কমে যায়। এতে দাম কমার তালিকা ছোট হওয়ার পাশপাশি সূচকের উর্ধ্বমুখিতাও কমে। এমনকি বাছাই করা কোম্পানি নিয়ে গঠিত সূচক ঋণাত্মক হয়ে পড়ে।

দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে দাম বাড়ার তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ১৯৮টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ১৫৮টির। আর ৩৮টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দাম বাড়ার তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৬৫টির দাম ৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এরমধ্যে হল্টেড (একদিনে যতটা বাড়া সম্ভব ততোটাই বেড়েছে) হয়েছে ২৪ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার।

[৭] এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৬ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ৩৩৫২ পয়েন্টে উঠে এসেছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ আগের দিনের তুলনায় ২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৩৮৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। আর বাছাই করা ভালো ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৮ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৩৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে।

প্রধান মূল্যসূচক বাড়ার দিনে ডিএসইতে এক হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় এক হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। সে হিসাবে লেনদেন বেড়েছে ৭৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা। এর মাধ্যমে টানা চার কার্যদিবস দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন হলো। এই লেনদেনে সব থেকে বেশি অবদান রেখেছে ওরিয়ন ফার্মার শেয়ার। কোম্পানিটির ১০০ কোটি ৯৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ওরিয়ন ইনফিউশনের ৫৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ৪৭ কোটি ২৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং।

এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- অলিম্পিক এক্সেসরিজ, বিডি থাই অ্যালুমেনিয়াম, ফু-ওয়াং ফুড, সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস, আইএফআইসি ব্যাংক ও এমরেল্ড অয়েল।

[৮] অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ৭২ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২৮৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫০টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১০৮টির এবং ৩০টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ২৯ কোটি ২৩ লাখ টাকা। আগের দিন লেনদেন হয় ২৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা।

Daily Amar Sangbad
08 February 2024

সূচকের উত্থানে লেনদেন ১৭৩০ কোটি টাকা ছাড়াল

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▶▶

সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস গতকাল বুধবার পুঁজিবাজারে সূচকের উত্থানের মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ও অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেন বেড়েছে।

বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, গতকাল ডিএসই প্রধান মূল্য সূচক ডিএসইএক্স ৬ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ৩৫২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে শরিয়াহ সূচক ২ পয়েন্ট বেড়ে এবং ডিএসই-৩০ সূচক ৮ পয়েন্ট কমে যথাক্রমে ১৩৮৭ ও ২১৩৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে।

এদিন ডিএসইতে এক হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে প্রায় ৭৯ কোটি টাকার লেনদেন বেড়েছে। আগের দিন ডিএসইতে এক হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছিল।

গতকাল ডিএসইতে ৩৯৪টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ১৯৮টি কোম্পানির, কমেছে ১৫৮টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৮টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দর।

এদিন লেনদেনের শীর্ষে থাকা ১০ প্রতিষ্ঠান হলো- অরিয়ন ফার্মা, অরিয়ন ইনফিউশন, খুলনা প্রিন্টিং, অলিম্পিক, বিডি থাই, ফুওয়াং ফুড, সেন্ট্রাল ফার্মা, আইএফআইসি ব্যাংক, এমারেল্ড অয়েল ও মালেক স্পিনিং।

অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই এদিন ৭২ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১৮ হাজার ১৭৪ পয়েন্টে। এদিন সিএসইতে হাত বদল হওয়া ২৮৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেয়ার দর বেড়েছে ১৫০টির, কমেছে ১০৮টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩০টির কোম্পানির শেয়ার দর।

গতকাল সিএসইতে ২৯ কোটি ২৩ টাকার শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। যা আগের দিনের চেয়ে লেনদেন ৬ কোটি টাকা বেড়েছে। আগের দিন ২৩ কোটি ৩২ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছিল।

Daily Inqilab
08 February 2024

শেয়ারবাজারে ১৬ মাসে সর্বোচ্চ

লেনদেন ১৭০০ কোটি টাকা ছাড়াল

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : দেশের শেয়ারবাজারে লেনদেনের পালে হাওয়া লেগেছে। প্রায় প্রতিদিনই ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে লেনদেনের গতি। গতকাল প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বেড়ে এক হাজার ৭০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এর মাধ্যমে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের পর একদিনে সর্বোচ্চ লেনদেন হলো। লেনদেনের গতি বাড়ার পাশাপাশি সার্বিক শেয়ারবাজারেও বেশ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ডিএসইতে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে প্রধান মূল্যসূচক। অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) মূল্যসূচক বেড়েছে। এর মাধ্যমে চলতি সপ্তাহে লেনদেন হওয়া চার কার্যদিবসেই প্রধান মূল্যসূচক বাড়লো।

বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায়, এদিন শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমার মাধ্যমে। ফলে লেনদেন শুরু হতেই ডিএসইর প্রধান সূচক ৮ পয়েন্ট কমে যায়। তবে আধাঘণ্টার মধ্যে দাম বাড়ার তালিকায় চলে আসে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠান। ধারাবাহিকভাবে একের পর এক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ায় লেনদেনের এক পর্যায়ে ডিএসই'র প্রধান সূচক ২৪ পয়েন্ট বেড়ে যায়। তবে লেনদেনের শেষ দিকে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম কমে যায়। এতে দাম কমার তালিকা ছোট হওয়ার পাশাপাশি সূচকের উর্ধ্বমুখিতাও কমে। এমনকি বাছাই করা কোম্পানি নিয়ে গঠিত সূচক ঋণাত্মক হয়ে পড়ে।

দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে দাম বাড়ার তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ১৯৮টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ১৫৮টির। আর ৩৮টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দাম বাড়ার তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৬৫টির দাম ৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এরমধ্যে হল্টেড (একদিনে যতটা বাড়া সম্ভত ততোটাই বেড়েছে) হয়েছে ২৪ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার।

এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৬ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ৩৩৫২ পয়েন্টে উঠে এসেছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ্ আগের দিনের তুলনায় ২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৩৮৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। আর বাছাই করা ভালো ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৮ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৩৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে।

প্রধান মূল্যসূচক বাড়ার দিনে ডিএসইতে এক হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় এক হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ টাকার। সে হিসাবে লেনদেন বেড়েছে ৭৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা। এর মাধ্যমে টানা চার কার্যদিবস দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন হলো।

এই লেনদেনে সব থেকে বেশি অবদান রেখেছে ওরিয়ন ফার্মার শেয়ার। কোম্পানিটির ১০০ কোটি ৯৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ওরিয়ন ইনফিউশনের ৫৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ৪৭ কোটি ২৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- অলিম্পিক এক্সোসরিজ, বিডি থাই অ্যালুমেনিয়াম, ফু-ওয়াং ফুড, সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস, আইএফআইসি ব্যাংক ও এমরেল্ড অয়েল। অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ৭২ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২৮৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫০টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১০৮টির এবং ৩০টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ২৯ কোটি ২৩ লাখ টাকা। আগের দিন লেনদেন হয় ২৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা।

Desh Rupantor
08 February 2024

প্রণোদনা প্রত্যাহারে বহুমুখী ঝুঁকি

আলতাফ মাসুদ ও ইমদাদ হোসাইন

দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ যে প্রতিষ্ঠানটির হাত ধরে এসেছিল, সেই দেশ গার্মেন্টস নিট মুনাফার জন্য পুরোপুরি নির্ভরশীল সরকারের নগদ সহায়তার ওপর। পোশাক রপ্তানির বিপরীতে সরকারের প্রণোদনা না পেলে কোম্পানিটি লোকসানে পড়ে যায়। শুধু দেশ গার্মেন্টস নয়, দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের একটি বড় অংশই প্রণোদনায় টিকে আছে। আমদানিতে বন্ড সুবিধা ও সস্তা শ্রমিক পেয়েও খাতটি চার দশকেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। বরং এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনকে সামনে রেখে সরকারের প্রণোদনা প্রত্যাহারের ঘোষণায় লাখো-কোটি টাকা বিনিয়োগের পুরো খাতটিই এখন অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে পড়েছে। সস্তায় পোশাক বিক্রি করেই বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। এর পেছনে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে সরকারের নগদ সহায়তা। কিন্তু কোনো ধরনের পূর্বঘোষণা ছাড়াই রপ্তানিতে নগদ সহায়তা ব্যাপক হারে কমিয়ে দেওয়ায় তৈরি পোশাক খাত অস্তিত্ব সংকটে পড়ার শঙ্কায় পড়েছে। রপ্তানি আয়ের ৮৫ শতাংশ আসে এ খাত থেকে। বর্তমানে পর্যাপ্ত গ্যাস না পাওয়ায় এমনিতেই বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কমে গেছে। দীর্ঘদিন প্রণোদনায় টিকে থাকা খাতটি এখন নগদ সহায়তা ছাড়া কীভাবে টিকে থাকবে, তার হিসাব-নিকাশ করছেন উদ্যোক্তারা। প্রণোদনা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত এক বছর পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

গত ৩০ জানুয়ারি সরকার তৈরি পোশাক শিল্পসহ রপ্তানিতে অবদান রাখা সব খাতে দেওয়া নগদ সহায়তা কমিয়ে দিয়েছে। তৈরি পোশাকের প্রচলিত বাজারে রপ্তানিতে নগদ সহায়তা অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। তবে উদ্যোক্তাদের দাবি, প্রকৃতপক্ষে সহায়তা কমেছে ৮০ শতাংশ। রপ্তানির প্রধান প্রধান বাজারগুলোতে যখন আয় কমে যাচ্ছে, তখন নগদ সহায়তা কমিয়ে দেওয়ায় শ্রমনির্ভর খাতটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ঝুঁকিতে পড়বে তৈরি পোশাক শিল্পের প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক, যাদের অধিকাংশই নারী।

শুধু তৈরি পোশাক শিল্পই নয়, এ খাতটির মূল্য সংযোজনে অবদান রাখা স্পিনিং মিল, টেক্সটাইল মিল,

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪ >

প্রণোদনা প্রত্যাহারে বহুমুখী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ডায়িং কারখানা ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের অন্যান্য খাতও হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে বলে ব্যবসায়ী নেতারা শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বিটিএমএর তথ্যানুযায়ী, তাদের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৩০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০২২-২৩ হিসাববছরে ৪৯ কোটি ২৫ লাখ টাকার তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ৩৩ লাখ টাকা নগদ সহায়তা পেয়েছে ঐতিহ্যবাহী দেশ গার্মেন্টস। মূলত এই নগদ সহায়তার অর্থই কোম্পানিটি নিট মুনাফা হিসেবে রাখতে পেরেছে। কর পরিশোধের পর সর্বশেষ হিসাববছরে নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৩১ লাখ ৩২ হাজার টাকা।

ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডায়িং কোম্পানি ২০২০-২১ হিসাববছরে পণ্য রপ্তানি করে নগদ সহায়তা পেয়েছে ১৬ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। ওই বছরে কোম্পানিটির কর-পরবর্তী মুনাফা ছিল ১৬ কোটি ৪১ লাখ টাকা। এর মানে হচ্ছে, নগদ সহায়তা না পেলে ওই হিসাববছরে কোম্পানিটি লোকসানে পড়ত। ২০২২-২৩ হিসাববছরে নগদ সহায়তা বাড়ায় কোম্পানিটির নিট মুনাফাও বাড়ে। একই হিসাববছরে তৈরি পোশাক শিল্পের আরেক প্রতিষ্ঠান তশরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ নিট মুনাফা করে ৭ কোটি টাকা। এ সময়ে কোম্পানিটি পণ্য রপ্তানি থেকে নগদ সহায়তা পায় ৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা। আর্গন ডেনিমস লিমিটেড নিট মুনাফা করে ৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। কোম্পানিটি ৪৫৫ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করে ৫ কোটি ৭৯ লাখ টাকা নগদ সহায়তা পেয়েছে।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'যে প্রণোদনা দেওয়া আছে সেটি এ বছরের জুন পর্যন্ত আমাদের জন্য ঘোষিত। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা যে ক্রয়াদেশগুলো নিই, সেগুলো সাত-আট মাস পর্যন্ত পরিকল্পনা করা থাকে।' হঠাৎ করে এ সুবিধা তুলে নেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানান বিজিএমইএ সভাপতি। তিনি বলেন, 'জানুয়ারির ৩০ তারিখ ঘোষণা দিয়ে বলল কার্যকর হবে জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে। আমরা তো এক-দুই কিংবা ছয় মাস আগে থেকেই ক্রয়াদেশ নিয়ে ফেলেছি। কারও কারও আগামী জুন পর্যন্ত ক্রয়াদেশ নেওয়া আছে। এই ক্রয়াদেশ নেওয়া হয়েছে নগদ সহায়তা হিসাব করেই। ক্রেতারাও এটি জানেন। এখন হঠাৎ করে সহায়তা তুলে দিলে যে লোকসান হবে, তার দায় কে নেবে।'

ফারুক হাসান বলেন, নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পাঁচটি এইচএস কোডে যারা রপ্তানি করবে তারা প্রণোদনা পাবে না। অথচ এই পাঁচ এইচএস কোডেই রপ্তানি হয় ৫ শতাংশ। মোটের ওপর ঘুরেফিরে ৮০ শতাংশই কমানো হলো।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানির মতো বাজারে প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক। সে কারণে অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত– এ তিনটি নতুন বাজারে উৎপাদন খরচের কমেও রপ্তানি করা হয়েছে। এটি শুধু বাজার বাড়ানোর জন্য, ক্রেতাদের ধরে রাখার জন্য। মোটকথা যাতে কারখানা চালু রাখা যায়। কারখানা বন্ধ হলেই শ্রম অসন্তোষ তৈরি হয়, কর্মসংস্থানেও ঘাটতি দেখা দেয়। কর্মসংস্থানের ঘাটতি হলে বড় সমস্যা হয়। সেই তিনটি দেশকেই অপ্রচলিত বাজারের তালিকা থেকে বের করা দেওয়া হয়েছে। ফারুক হাসানের ভাষায়, 'এর মাধ্যমে আমাদের শাস্তি দেওয়া হলো আমরা কেন ভালো করলাম, কেন বিদেশি মুদ্রা আনলাম।'

তৈরি পোশাক শিল্পে মূল্য সংযোজনের অংশ হিসেবে দেশে শত শত টেক্সটাইল, স্পিনিং ও ডায়িং মিল গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) তথ্যানুযায়ী, সংঠনটির সদস্য সংখ্যা ১ হাজার ৭৮০। এর মধ্যে সুতা, ফেব্রিক, ডায়িং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং কারখানা রয়েছে। সংগঠনটি জানিয়েছে, টেক্সটাইল খাতে প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রায় ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার বা ১৫ বিলিয়ন ডলার। এ খাতেও লাখ লাখ কর্মসংস্থান হয়েছে। জিডিপিতে (মোট দেশজ উৎপাদন) এ খাতটির অবদান প্রায় ১৩ শতাংশ। তৈরি পোশাক শিল্প সংকটে পড়লে রসদ সরবরাহকারী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের এসব শিল্পেও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

দেশের টেক্সটাইল মিলগুলো ইতিমধ্যেই সংকটের মধ্যে পড়েছে। গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটের পাশাপাশি শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় এসব কোম্পানির উৎপাদন ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। আমদানি করা প্রস্তুত পণ্যের সঙ্গে দামের প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে কোনো কোনো কোম্পানি উৎপাদন পর্যায়েই লোকসানে পড়েছে। এ ছাড়া ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নও এসব কোম্পানির লোকসান আরও বাড়িয়েছে। এর ভালো উদাহরণ হচ্ছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত স্পিনিং মিলগুলো। ম্যাকসন্স স্পিনিং মিলস ও মেট্রো স্পিনিং লিমিটেড নামের দুটি কোম্পানি উৎপাদন পর্যায়েই বিপুল লোকসানের মধ্যে পড়েছে। ২০২২-২৩ হিসাববছরে স্কয়ার টেক্সটাইল, মতিন স্পিনিং মিলসের মতো বড় কোম্পানির মুনাফা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

বিটিএমএ সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'প্রণোদনা কমানোর মাধ্যমে কার্যত স্থানীয় টেক্সটাইল শিল্পকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দেশের টেক্সটাইল শিল্পে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৩ মিলিয়ন কেজি সুতার প্রয়োজন হয়। কোনো শিল্পে টান পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই সেটির সরবরাহ করতে পারে আমাদের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ। কেউ চাইলেই হঠাৎ করে চীন থেকে সুতা বা কাপড় আমদানি করে চালাতে পারবে না। তার জন্য সেটি অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। রপ্তানি আয়ের ২৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অবদান ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের। অর্থনীতিতে এত অবদানের পর এবারও ব্যবসায়ীদের ওপরই খড়গটা এলো।'

তিনি বলেন, টেক্সটাইল খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আছে ২২ বিলিয়ন ডলারের। ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ঋণ আছে ২০ হাজার কোটি টাকার। প্রণোদনা প্রত্যাহারের এ সিদ্ধান্তের কারণে পুরো শিল্পই এখন বন্ধ হওয়ার হুমকিতে রয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ৫৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে প্রায় ৪৭ বিলিয়ন ডলার এসেছে তৈরি পোশাক থেকে। গত অর্থবছরে ১০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছিল তৈরি পোশাক রপ্তানিতে। কিন্তু চলতি অর্থবছরের শুরুতে ভালো প্রবৃদ্ধি থাকলেও রপ্তানির প্রধান বাজারগুলোতে চাহিদা কমে যাওয়ায় গত অক্টোবর থেকে টানা তিন মাস নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা যায়, যা দেশের পুরো রপ্তানিতেই প্রভাব ফেলে।

গত ৩০ জুন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জারি করা সার্কুলার অনুযায়ী, তৈরি পোশাক খাতে বিশেষ নগদ সহায়তার হার ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ করা হয়েছে। ক্রাস্ট লেদার রপ্তানিতে ১০ শতাংশ প্রণোদনার পুরোটাই প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়া নতুন বাজারগুলোতে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রণোদনার হার ১ শতাংশীয় পয়েন্ট কমিয়ে ৩ শতাংশ করা হয়েছে। পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত মাছ, কৃষিপণ্যসহ আরও অন্যান্য খাতের প্রণোদনাও কমানো হয়েছে। অন্যদিকে প্রধান তিনটি নতুন বাজার– অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও জাপানে রপ্তানিতে ৪ শতাংশ হারে প্রণোদনা দেওয়া হতো। নতুন সার্কুলারে এসব বাজারকে প্রচলিত বাজারের তালিকায় আনা হয়েছে, যে ক্ষেত্রে নগদ সহায়তার হার হলো শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী, সরকার ৪৩টি খাতে রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা দিচ্ছে। রপ্তানি শিল্পে সরকার যে প্রণোদনা দেয় পরিমাণের দিক থেকে পোশাক খাতই সবচেয়ে বেশি পায়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, নগদ প্রণোদনার ৬৫ শতাংশ বা প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার মূল সুবিধাভোগী হলো তৈরি পোশাক ও বস্ত্রশিল্প।

টেক্সটাইল শিল্পে প্রণোদনার প্রভাব সম্পর্কে ফারুক হাসান বলেন, 'স্থানীয় সুতার দাম বেশি হলেও এতদিন আমরা তা কিনেছি। এখন তো আমরা আর কিনব না। ১০ সেন্ট বেশি হলেও সেটি বাইরে থেকে আনা হবে। অথচ এই মুহূর্তে ২০ থেকে ৩০ সেন্ট বেশি হলেও স্থানীয় সুতা কিনি। আমি প্রণোদনা না পেলে এখানে তো প্রতিযোগিতা থাকবে না। লোকসান দিয়ে তো স্থানীয় সুতা কেনার কোনো মানে হয় না।'

রপ্তানি প্রণোদনা কমানোর সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ অন্যায় অভিহিত করে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'রপ্তানি প্রণোদনা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে– কথাটা ঠিক নয়, বরং বলা উচিত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে বলা হলো এ খাতের পণ্যের অর্ধেক কমানো হয়েছে, পরবর্তীকালে পাঁচটি ক্যাটাগরি দেওয়া হলো– ওই পাঁচটার মোট রপ্তানিই হলো আমাদের নিটওয়্যার। প্রথম কথা হলো, এটির বিশাল নেতিবাচক প্রভাব অর্থনীতিতে পড়বে। দ্বিতীয়ত, জানুয়ারির ৩০ তারিখ প্রজ্ঞাপন দিয়ে বলা হলো জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে কার্যকর করা হবে, যা কোনোভাবেই যুক্তিসংগত নয়।'

তার মতে, ১ জানুয়ারি বা তার পরে যে পণ্য শিপমেন্ট গিয়েছে সেগুলোর কী হবে। সরকার বলেছিল এ সুবিধা ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত থাকবে। সেটির ওপর ভিত্তি করে ক্রয়াদেশ নেওয়া হয়েছিল, শিপমেন্টও সেভাবে করা হয়েছিল। এখন জানুয়ারির ৩০ তারিখে এ ঘোষণার কারণে বিশাল ক্ষতি হবে। মোট রপ্তানিই হুমকির মুখে পড়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঘোষণা অনুযায়ী, ক্রাস্ট লেদার রপ্তানিতে ১০ শতাংশ প্রণোদনার পুরোটাই প্রত্যাহার করা হয়েছে। আর ফিনিশড লেদারে এটি ১০ থেকে ৩ শতাংশ কমিয়ে ৭ শতাংশ করা হয়েছে। এ খাতের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, দেশের চামড়া শিল্পের মোট রপ্তানির ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশই ক্রাস্ট লেদার। মাত্র ৫ থেকে ৭ শতাংশ রপ্তানি হয় ফিনিশড লেদার। কাজেই ক্রাস্ট লেদারের ওপর থেকে রপ্তানি প্রণোদনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত এ খাতকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ক্রাস্ট লেদারের ১০ শতাংশ রপ্তানি প্রণোদনাকে মাথায় রেখেই ক্রয়াদেশ নেওয়া রয়েছে বেশিরভাগ রপ্তানিকারকদের। পরিবেশ-কমপ্লায়েন্স ইস্যু ও এলডব্লিউজি সনদের কারণে ইউরোপের বাজারে প্রবেশাধিকার না থাকায় কোনো রকমে চীননির্ভর হয়ে ব্যবসা টিকিয়ে রেখেছেন এ খাতের রপ্তানিকারকরা।

Daily Kalbela
08 February 2024

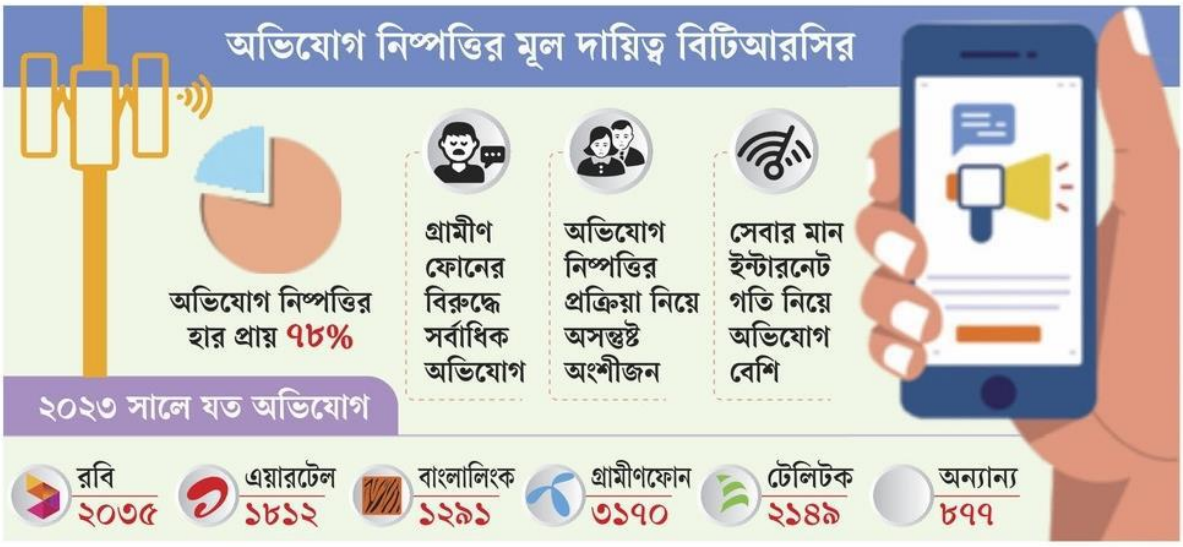

মোবাইল কোম্পানির বিরুদ্ধে ১১ হাজার অভিযোগ

সর্বাধিক অভিযোগ জমা পড়ে বিটিআরসির 'শর্ট কোড ১০০'-এর মাধ্যমে। এটার সঙ্গে মোবাইল অপারেটররা সংযুক্ত। অভিযোগ এলেই তারা জানতে পারেন। তারাই ব্যবস্থা নেন

ওয়ান স্টপ সেবার তাগিদ

শাওন সোলায়মান

দেশের মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ২০২৩ সালে ১১ হাজারের বেশি অভিযোগ জানিয়েছেন গ্রাহকরা। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে (বিটিআরসি) এসব অভিযোগ জমা হয়েছে। এর মধ্যে এক বছরে ৭৬ শতাংশ অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানিয়েছে। তবে বিটিআরসির অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া যথাযথ নয় বলে অংশীজনের মূল্যায়ন।

> কেউ অভিযোগ করার পর তা সিস্টেমের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যায়। পাশাপাশি অভিযোগ নিষ্পত্তিতে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়
>
> **মো. নূরুল হাফিজ**
> *সচিব*
> *বিটিআরসি*

> যেসব অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া জটিল বা অপারেটরগুলোর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি দরকার, সেগুলো নিয়ে সপ্তাহে আলাদা করে শুনানি হবে। কিন্তু এগুলো কিছুই হচ্ছে না
>
> **মহিউদ্দিন আহমেদ**
> *সভাপতি*
> *মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন*

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, অপারেটরগুলোর মধ্যে এককভাবে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ এসেছে গ্রামীণফোনের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান টেলিটক। পাঁচটি অপারেটরের মধ্যে এর পরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে রবি, এয়ারটেল ও বাংলালিংক। সেবার মান, ইন্টারনেটের গতি এবং ডাটা ভলিউম নিয়ে গ্রাহকরা সবচেয়ে বেশি অভিযোগ জমা দিয়েছেন বলে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে।

বিটিআরসির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালে অপারেটরগুলোর বিরুদ্ধে গ্রাহকদের মোট অভিযোগ জমা পড়ে ১১ হাজার ৩৩৪টি। এর মধ্যে গ্রামীণফোনের বিরুদ্ধে ৩ হাজার ১৭০টি, টেলিটকের বিরুদ্ধে ২

এরপর পৃষ্ঠা ৯ ▸ কলাম ১

মোবাইল কোম্পানির বিরুদ্ধে ১১ হাজার অভিযোগ

⏭ প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাজার ১৪৯, রবির বিরুদ্ধে ২ হাজার ৩৫, এয়ারটেলের বিরুদ্ধে ১ হাজার ৮১২ এবং বাংলালিংকের বিরুদ্ধে ১ হাজার ২৯১টি অভিযোগ জমা পড়ে। এর বাইরে স্কিটোসহ অন্যান্য অপারেটরের বিরুদ্ধেও ৮৭৭টি অভিযোগ এসেছে। ক্যাটাগরিভিত্তিক এসব অভিযোগ জমা পড়ে সেবা গুণগত মান, ইন্টারনেট তথা ডাটার গতি ও ভলিউম, কল কেটে যাওয়া, প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড, ইনকামিং এবং আউটগোয়িং কল ও এসএমএস, মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি (এমএনপি), প্যাকেজ পরিবর্তন, কুইজ ও পুরস্কার, রিচার্জ বা বিলিং, সিম নিবন্ধন বা মালিকানা-সংক্রান্ত বিষয়ে। তবে প্রথম তিনটি কারণেই সবচেয়ে বেশি অভিযোগ গ্রাহকদের।

গ্রামীণফোন: অপারেটরগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অভিযোগ গ্রামীণফোনের বিরুদ্ধে। অবশ্য তাদের গ্রাহক সংখ্যাও অন্য অপারেটরদের তুলনায় বেশি। বিটিআরসির হিসাবে, গত ডিসেম্বর পর্যন্ত অপারেটরটির গ্রাহক সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ কোটি ২২ লাখ। গত বছর গ্রামীণফোনের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের অভিযোগগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সেবার মান সংক্রান্ত। এ নিয়ে মোট ১ হাজার ৬২টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এ ছাড়া ইন্টারনেটের গতি সম্পর্কে ৩৬২টি, রিচার্জ বা বিলিং বিষয়ে ১৯২, কল বা এসএমএস-সংক্রান্ত ১৭১ এবং অন্যান্য বিষয়ে ২৬২টি অভিযোগ জমা পড়ে।

গ্রাহকদের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে গ্রামীণফোনের হেড অব কমিউনিকেশন্স শারফুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, 'গ্রামীণফোনের সব প্রচেষ্টার কেন্দ্রে রয়েছেন গ্রাহকরা। গ্রাহকদের প্রতিটি অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। গ্রাহকসেবার মান উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। দেশের সবচেয়ে বেশি মানুষের আস্থাভাজন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদানে জিপির নানামুখী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা নিরন্তর চলছে এবং চলবে।'

টেলিটক: গ্রাহক অভিযোগে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত অপারেটর টেলিটক। মাত্র ৬৪ লাখ ৬০ হাজার গ্রাহক-সমৃদ্ধ অপারেটরটির বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে ২ হাজার ১৪৯টি। টেলিটকের বিরুদ্ধে কোন কোন ক্যাটাগরিতে অভিযোগ রয়েছে, সে বিষয়টি বিটিআরসি থেকে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

যোগাযোগ করা হলে টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাবিবুর রহমান কালবেলাকে বলেন, 'টেলিটকের গ্রাহকদের সবচেয়ে বেশি অভিযোগ নেটওয়ার্ক কাভারেজ নিয়ে। বর্তমানে দেশের ভৌগোলিক এলাকার ৬৫ শতাংশ টেলিটকের কাভারেজে আছে। বাকি ৩৫ শতাংশ এলাকা পকেটের মতো দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে। সেসব এলাকায় ব্যবহারকারীরা নেটওয়ার্ক পান না এবং তাদের অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করা যায় না। কারণ, এজন্য বিনিয়োগ দরকার।'

তিনি জানান, 'কাভারেজসহ চলমান সমস্যাগুলো দূর করার জন্য টেলিটকে নতুনভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এ-সংক্রান্ত একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্প শেষ হলে ৮৫ শতাংশ ভৌগোলিক এলাকা টেলিটকের কাভারেজে আসবে।'

টেলিটকের এমডি আরও বলেন, 'গ্রাহকদের আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে, বিদ্যুৎ চলে গেলে নেটওয়ার্ক থাকে না। কারণ, টাওয়ারে বিদ্যুতের ব্যাক-আপ দেওয়া যাচ্ছে না। সেই সমস্যা নিয়েও কাজ করছি। এর বাইরে প্যাকেজ, ইন্টারনেট, এমএনপি ইত্যাদি যেসব অভিযোগ আসে, সেগুলো দ্রুতই নিষ্পত্তি হয়।'

রবি ও এয়ারটেল: মালয়েশিয়াভিত্তিক আজিয়াটা গ্রুপ এবং ভারতীয় এয়ারটেল লিমিটেড বর্তমানে 'রবি' নামে পরিচালিত হচ্ছে। রবি গ্রাহকদের মোবাইল নম্বর ০১৮ এবং এয়ারটেল গ্রাহকদের নম্বর ০১৬ দিয়ে শুরু হয়। তবে নেটওয়ার্ক এবং গ্রাহকসেবা বিষয়ে উভয় ধরনের গ্রাহকদের ২০১৬ সাল থেকে সেবা দিচ্ছে রবি। এর মধ্যে রবির গ্রাহকদের ২ হাজার ৩৫টি এবং এয়ারটেল ব্যবহারকারীদের ১ হাজার ৮১২টি অভিযোগ জমা পড়ে। বর্তমানে একই কোম্পানির অধীনে পরিচালিত এই দুই অপারেটরের বিরুদ্ধে জমা পড়া অভিযোগ যোগ করলে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৮৪৭টিতে দাঁড়ায়। রবির ক্ষেত্রে সেবার মান সম্পর্কে ৬০৭টি, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (ভিএএস) নিয়ে ২৬১টি, ইন্টারনেট ডাটার গতি বিষয়ে ১৬৬টি এবং ডাটা ভলিউম নিয়ে ১১৩টি অভিযোগ জমা পড়ে। অন্যদিকে এয়ারটেলের ক্ষেত্রে সেবার মান নিয়ে ৬৯৫টি, ইন্টারনেটের গতি নিয়ে ৩৪৮টি, ডাটার ভলিউম সম্পর্কে ১১৩টি এবং ভিএএস-সংক্রান্ত বিষয়ে ১৩৬টি অভিযোগ জমা পড়ে।

জানতে চাইলে রবি আজিয়াটা লিমিটেডের চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার সাহেদ আলম বলেন, 'গ্রাহকবান্ধব অপারেটর হিসেবে রবি গ্রাহকের যে কোনো অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পত্তি করে থাকে। এর পরও করিগরি সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু অভিযোগ সমাধান করতে সময় লাগতে পারে, যার সংখ্যা খুবই নগণ্য। এখানে সবকিছুকে ঢালাওভাবে অভিযোগ বিবেচনা করা ঠিক হবে না। এর মধ্যে বেশিরভাগই গ্রাহকের সাধারণ জিজ্ঞাসা, অভিযোগ নয়। রবির ৫ কোটি ৮০ লাখের বেশি গ্রাহক সংখ্যার তুলনায় অভিযোগ বা জিজ্ঞাসার সংখ্যা স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া যায়।'

বাংলালিংক: প্রায় ৪ কোটি ৩৪ লাখ গ্রাহকের অপারেটর বাংলালিংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে ১ হাজার ২৯১টি। এর মধ্যে সেবার মানে ৪৬৩টি, ডাটার গতি নিয়ে ১১৪টি, ডাটার ভলিউমে নিয়ে ৮৩টি এবং ট্যারিফ সম্পর্কিত ৬৮টি অভিযোগ জমা হয়েছে।

বাংলালিংকের করপোরেট কমিউনিকেশন হেড গাজী তাওহীদ আহমেদ বলেন, 'বিটিআরসি বা যে কোনো ফ্রন্টলাইন চ্যানেলে কোনো অভিযোগ এলে সেগুলোকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। বাংলালিংকে একটি অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি রয়েছে—যেখানে প্রতিটি অভিযোগ খুব যত্নের সঙ্গে সমাধান করা হয়। অভিযোগের সমাধান করে ফের গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের আগ পর্যন্ত অভিযোগ 'টিকিট'-এর প্রতিটি ধাপে গ্রাহককে অবহিত করা হয়। এ ছাড়া এসব অভিযোগ থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সেবার মান উন্নত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণভাবে সেটিকে কাজে লাগানো হয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।'

যা বলছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা: নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির মূল দায়িত্ব বিটিআরসির। কমিশনে জমা পড়ে অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২২ সালে অপারেটরগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়ে ১৫ হাজার ৭৪৯টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয় ১২ হাজার ২১৯টি, অর্থাৎ ৭৮ শতাংশ। অন্যদিকে ২০২৩ সালের ১১ হাজার ৩৩৪টি অভিযোগের মধ্যে নিষ্পত্তি হয় ৮ হাজার ৬৬৬টি বা ৭৬ শতাংশ।

গ্রাহকদের এসব অভিযোগ এবং সেগুলোর নিষ্পত্তি নিয়ে বিটিআরসির সচিব মো. নূরুল হাফিজ কালবেলাকে বলেন, কিছু অভিযোগ জমা পড়ে 'গ্রিভেন্স রেড্রেস সিস্টেম' বা জিআরএস ব্যবস্থায়। কেউ অভিযোগ করার পর তা সিস্টেমের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যায়। পাশাপাশি অভিযোগ নিষ্পত্তিতে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত হয় এবং তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেটা সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হয়। সর্বাধিক অভিযোগ জমা পড়ে বিটিআরসির 'শর্ট কোড ১০০'-এর মাধ্যমে। এটার সঙ্গে মোবাইল অপারেটরা সংযুক্ত। অভিযোগ এলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানতে পারেন। এরপর তারাই অভিযোগ আমলে নিয়ে ব্যবস্থা নেয়। তারা কী পদক্ষেপ নিল, সেটা 'কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' বা সিএমএসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। পুরো বিষয়ে কোনো 'গ্যাপ' নেই। এর পরও যদি অভিযোগকারী সন্তুষ্ট না হন অথবা কমিশনে যদি চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত কোনো অভিযোগ আসে, তখন সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হয়। ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগকারীকে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করা হয়।'

তিনি বলেন, 'সব অভিযোগই কোনো না কোনোভাবে আমলে নেওয়া হয়। একেবারে দেখাই হয়নি—এমন কোনো অভিযোগ নেই। কিছু অভিযোগ আছে, সেগুলো সমাধান করা যায় না বা তাৎক্ষণিক সমাধান হয় না। যেমন ধরুন, কোনো নির্দিষ্ট স্থানে একক কোনো ব্যক্তি নেটওয়ার্ক পাচ্ছেন না। সেখানে হুট করেই কোনো সমাধান দেওয়া যায় না। তবু অপারেটর, এনটিটিএনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকেই আমরা সক্ষমতা বাড়াতে তাগিদ দিই। এ ধরনের কিছু অভিযোগ ছাড়া বাকি সবই নিষ্পত্তি হয়।'

বিটিআরসির অভিযোগ নিষ্পত্তি নিয়ে সন্তুষ্ট নয় বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'টেলিযোগাযোগ আইন অনুযায়ী অভিযোগ ৭ কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার কথা। কিন্তু বিটিআরসিতে গ্রাহকদের অভিযোগ বছরের পর বছর পড়ে থাকে। তাদের বলেছিলাম, বিটিআরসির নতুন কার্যালয়ে একটি অভিযোগ কেন্দ্র খোলার জন্য, যেখানে মোবাইল অপারেটরদের প্রতিনিধিরা থাকবে। তারা গ্রাহকদের 'ওয়ান স্টপ সেবা' দেবে। যেসব অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া জটিল বা অপারেটরগুলোর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি দরকার, সেগুলো নিয়ে সপ্তাহে আলাদা করে শুনানি হবে। কিন্তু এগুলো কিছুই হচ্ছে না। এখন তারা বলছে, ৭৬ শতাংশ অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে। কিন্তু আসলেই কতটুকু করেছে, গ্রাহক সেই নিষ্পত্তিতে সন্তুষ্ট কি না, সেসব বিষয় তো স্পষ্ট নয়।'

Daily Kalbela
08 February 2024

কমেনি দুর্বল কোম্পানির দাপট

গতকাল লেনদেন ছাড়িয়েছে ১ হাজার ৭৩০ কোটি টাকা

পুঁজিবাজার

জুনায়েদ শিশির ▸▸

শেয়ারের স্বাভাবিক লেনদেনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা ফ্লোর প্রাইস বা সর্বনিম্ন মূল্যসীমা উঠিয়ে নেওয়ার পর থেকে চাঙ্গাভাব তৈরি হয়েছে শেয়ারবাজারে। গত দেড় বছরের মধ্যে গতকাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৭৩০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। তবে ফ্লোরমুক্ত বাজারে এখনো দুর্বল কোম্পানির শেয়ারের দাপট আগের মতোই রয়ে গেছে।

বিশেষ করে যেসব কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য কোনো লভ্যাংশ দেয়নি অথবা নামমাত্র লভ্যাংশ দিয়েছে অথবা দীর্ঘ সময়ে কারখানা বন্ধ রেখেছে এবং নানা অনিয়মের কারণে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) তদন্ত চলছে। এমন কোম্পানির শেয়ারের দামও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এর মধ্যে খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিংয়ের গত ১৮ জানুয়ারি (ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের তারিখ) ২৬ টাকার শেয়ারটি গতকাল পর্যন্ত ৩১ টাকা বেড়ে ৪৭ দশমিক ৮ টাকায় অবস্থান করছে। যদিও এই লেনদেন দর এ সময় সর্বোচ্চ ৫৬ দশমিক ৮ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। একইভাবে দাপট দেখাচ্ছে বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম, সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালসসহ আরও অনেক কোম্পানি।

বাজার সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দীর্ঘ সময় ফ্লোর প্রাইসের কারণে এত দিন একটি চক্র জাঙ্ক বা দুর্বল কোম্পানির শেয়ার নিয়ে মেতে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে তারা মার্জিন লোন নিয়ে শেয়ারের দাম অযৌক্তিকভাবে বাড়িয়ে তুলছে। সেই চক্রটি এখনো সক্রিয় রয়েছে। তাদের ফাঁদে পড়ে অতি উৎসাহী বিনিয়োগকারী মার্জিন ঋণে জড়িয়ে পড়ছেন। আর মাশুল হিসেবে দেউলিয়া কোম্পানির শেয়ার কিনে দরপতনে সব হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন। এ অবস্থায় বাজারের স্বাভাবিক কার্যক্রম চলতে থাকলে কারসাজি চক্র পর্যায়ক্রমে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। এ জন্য বাজার মধ্যস্থতাকারীদের সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন বাজার বিশ্লেষকরা। পাশাপাশি জুয়াড়ি চক্রের কার্যক্রমে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত বা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। এ ছাড়া মার্জিন লোন না নিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সতর্কতার সঙ্গে বিনিয়োগের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

ব্রোকারেজ হাউস ও মার্চেন্ট ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন সিইও ফোরামের প্রেসিডেন্ট ও ইবিএল সিকিউরিটিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছায়েদুর রহমান বলেন, শেয়ারবাজারকে বিনিয়োগকারীরা প্রতিদিনের আলু-পটোলের বাজার বানিয়ে ফেলছেন। তারা চান সকালে বেচবেন, বিকেলে কিনবেন। প্রতিদিন লাভ চাচ্ছেন। এ থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো, মার্জিন লোনে শেয়ার ব্যবসা করা। বিনিয়োগকারীদের বলব, আপনারা মার্জিনের প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসুন। আপনি নিজের টাকায় বিনিয়োগ করুন। তাহলে বাজারেও প্রেশার হবে না, আপনাদের আতঙ্কিত হতে হবে না।

> দুর্বল কোম্পানি নিয়ে কারসাজি চক্র বেশি সক্রিয় ছিল ফ্লোর প্রাইসের সময়ে। বাজারে প্রতিবন্ধকতা থাকলে তারা খুশি হয়
>
> **অধ্যাপক আবু আহমেদ**
> *পুঁজিবাজার বিশ্লেষক*

পুঁজিবাজার বিশ্লেষক অধ্যাপক আবু আহমেদ বলেন, দুর্বল কোম্পানি নিয়ে কারসাজি চক্র শেয়ারবাজারে বেশি সক্রিয় ছিল ফ্লোর প্রাইসের সময়ে। বাজারে প্রতিবন্ধকতা থাকলে তারা খুশি হয়। ওই সময় কয়েকটি কোম্পানিতে লেনদেন থাকায় অনেক আনাড়ি বিনিয়োগকারী তাদের খপ্পরে পড়েছিল। চক্রটি এর আগেও ছিল। এখনো আছে। বর্তমান বাজারের টার্নওভারের তিনের একাংশ তাদের হাত থেকে আসে। এ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যকর ভূমিকা রাখা দরকার। যেসব কোম্পানির কার্যক্রম দুর্বল বা বন্ধ, তাদের বিষয়ে সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। এটি হলে বাজারের পরিবেশ আরও সুন্দর হবে।

বিএসইসি বলছে, এখন বাজার মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা বেশি। সে ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইন অমান্য করে বাজারে প্যানিক (আতঙ্ক) সৃষ্টি করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং হবে।

Daily Ajker Patrika
08 February 2024

আস্থায় পুঁজিবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নিয়ন্ত্রক সংস্থার বেঁধে দেওয়া শেয়ারের সর্বনিম্ন দর বা ফ্লোর প্রাইস তুলে নেওয়ার পর পুঁজিবাজারের প্রতি আস্থা বাড়ছে বিনিয়োগকারীদের। যার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে লেনদেন ও সূচকে। গতকাল বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বেড়ে ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এ নিয়ে টানা চার কর্মদিবস দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয় বাজারে। আর সূচক বাড়ে টানা ৮ কর্মদিবস।

পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত বলছেন বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, বাজারে সক্ষমতা রয়েছে এমন লেনদেনের। কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে স্বাভাবিক গতিতে বাজারকে চলতে দিলে লেনদেন আরও বেশি হবে। মানুষের আস্থাও বাড়বে।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও পুঁজিবাজার বিশ্লেষক অধ্যাপক আবু আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, এই বাজারে দেড়, দুই বা আড়াই হাজার কোটি টাকা লেনদেন হওয়া স্বাভাবিক। সব দিন না-ও হতে পারে। অর্থনীতির অবস্থা আরও ভালো এবং ভালো কোম্পানির তালিকাভুক্তি বাড়লে মানুষের আস্থা বাড়বে। ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের পর আস্থা ফেরার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে।

তবে পচা কোম্পানির শেয়ারের ওপর ভর করে লেনদেন বাড়লে শঙ্কা রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ভালো স্টকে লিড দিলে খুশির কথা, না হলে হাত পুড়বে।

দিনভর ১ হাজার ৭৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে, যা ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের পর সর্বোচ্চ। আগের কর্মদিবসে লেনদেন হয় ১ হাজার ৬৫১ কোটি ৮২ লাখ টাকা। সে হিসাবে লেনদেন বেড়েছে ৭৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা।

আজকের পত্রিকা

Section 2 :

English News

The Financial Express
08 February 2024

Merchant banks insist on pushing back time to fix negative equity

MOHAMMAD MUFAZZAL AND
FARHAN FARDAUS

Merchant banks have been dealing with the hopeless case of negative equity since the 2010 market collapse and consider keeping the matter unsettled for at least another two years.

The Bangladesh Merchant Bankers Association (BMBA) says the lenders of margin loans could not recover the unrealised losses by 2023.

But it is unforeseeable as to when the assets, which became overvalued in the 2010 market bubble and then saw their worth quickly eroded during the crash, would return to that level.

However, merchant banks requested the securities commission to give them time until the end of next year for keeping provisions against negative equity, according to a letter sent to the commission chairman more than a week ago.

Between December 2020 and September 2023, the number of merchant banks having negative equity declined to 26 from 29 and the amount of negative equity fell to Tk 21.3 billion from Tk 30.32 billion.

The improvement happened because one company adjusted its negative balance while three others are progressing towards settling the matter by December this year.

But the letter presents the reality that most merchant banks are not even willing to keep provision against negative equity let alone make financial adjustments to bring a closure to the matter.

BMBA President Mrs. Mazeda Khatun said the regulator had exerted pressure on them not to keep any provision gap against unrealised losses, but many merchant banks' income was not good enough to comply with the instructions.

The burden of negative equity resulting from aggressive disbursement of margin loans before the 2010-11 stock market debacle has brought many merchant banks to their knees.

"That's why the merchant bankers have sought time extension for provisioning," said Mrs Khatun.

The problem seems more severe than how it looks.

Why the resistance

Negative equity that some merchant banks have been dealing with has ballooned to cross their paid-up capital, said Managing Director of Prime Bank Securities Md. Moniruzzaman.

If they adjust their negative equity, it will be tough for them to carry out business operations "as a going concern". They will not be able to get bank loans and their image to stakeholders will be at stake, added Mr Moniruzzaman.

At the same time, the merchant banks will not meet the risk-based capital adequacy requirement.

Merchant bankers emphasise that the present market situation would not be able to absorb or support any sell pressure, if conducted, from the margin accounts with negative equity.

An investor account faces negative equity when the value of assets falls below what he/she invested from their own fund, with the loan amount partly eroded as well.

Skeptical of merchant bankers' concern, Mr. Moniruzzaman said the capital market experienced the highest return in Asia during the Covid period but merchant banks did not adjust negative equities at the time.

He added that the securities regulator had been trying to facilitate the adjustment of negative equities for a long time.

Defending the position of merchant banks, the BMBA president said margin loans had been disbursed before the stock market debacle based on the market prices of the listed securities at that time.

"The appreciation during the Covid period was not high enough to help overcome the losses."

What's the way out?

BMBA Secretary General Muhammad Nazrul Islam said bits of negative equity might get adjusted following the market's upward trend in near future.

But the adjustment of negative equity worth Tk 4-5 billion will leave a huge impact on the balance sheets of the merchant banks.

Mr Islam, however, admitted that it would be impossible to recover the entire loss.

Explaining how severe the problem is, he said the shares that had been purchased at Tk 300 plunged to Tk 100.

"The companies having large amounts of negative equity will have to shoulder the loss today or tomorrow," Mr Islam added.

farhan.fardaus@gmail.com
mufazzal.fe@gmail.com

The Financial Express
08 February 2024

DSEX rises 7-month high, turnover exceeds Tk 17 billion

FE REPORT

The stock market managed to stay afloat for eight sessions in a row with turnover crossing Tk 17 billion on Wednesday, as buoyant investors put fresh bets on lucrative stocks.

Following the recent market recovery, the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on Tuesday removed the floor for three more stocks - Anwar Galvanizing, Renata, and Orion Pharma.

After the removal of the floor, Anwar Galvanizing and Renata experienced price erosion of 8.72 per cent and 6.25 per cent, while Orion Pharma soared 5.28 per cent.

Orion Pharma also emerged as the most-traded stock with shares worth Tk 1.10 billion changing hands, accounting for 5.83 per cent of the day's total turnover.

Turnover on the Dhaka bourse reached Tk 17.30 billion for the first time in sixteen and a half months, with 10 most-traded stocks contributing more than one-fourth of it.

The market turnover stayed above Tk 10 billion in the previous five days as investors took fresh positions in large-cap stocks, riding on high hopes.

The market-cap of the DSE, calculated by multiplying the total number of outstanding shares with the current market prices, increased by Tk 237 billion in the eight days through Wednesday to Tk 7,711 billion.

The benchmark index of the Dhaka bourse went up 6.44 points to settle at seven-month high to 6,352. The DSEX added 273 points in the past eight consecutive sessions.

The recent growth in turnover and index -- the two most important indicators of the market -- suggests that investors have been regaining confidence in the market, said Md Sajedul Islam, managing director of Shyamol Equity Management.

The DSES index, which represents Shariah-based companies, rose more than 2 points to 1,387.

However, the DS30 index, which consists of blue-chip companies, shed more than 8 points to 2,135, as major blue chip stocks, such as Renata, Brac Bank, Trust Bank and Delta Life Insurance, saw price erosion.

According to EBL Securities, stocks extended rally as optimistic investors continued their chase for sector-specific trendy stocks.

However, cautious investors preferred to realise their recent gains from the prevailing upbeat vibe in the market, particularly from blue chip stocks, said the stockbroker.

The pharmaceuticals sector led the day's turnover chart, accounting for 20 per cent of the day's total turnover, followed by engineering (16 per cent) and textile (11 per cent).

A majority of the stocks saw price surge, as out of the 394 issues traded, 198 closed higher, 158 ended lower and 38 remained unchanged on the DSE trading floor.

Bangladesh Finance was the day's top gainer, soaring 10 per cent, while Khulna Printing & Packaging was the worst loser, losing 8.95 per cent.

The securities regulator recently formed a probe body to investigate the abnormal price surge of Khulna Printing in the last few months.

Continued to page 13

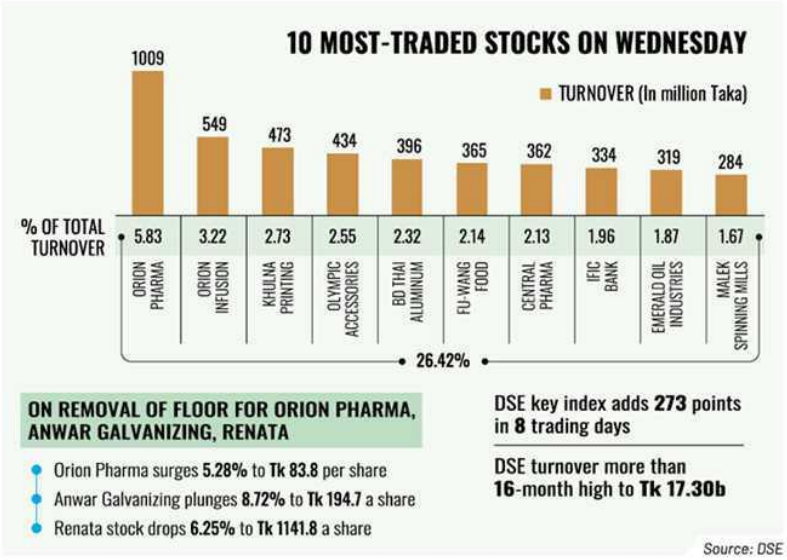

DSEX rises 7-month high

Continued from page 9

The Chittagong Stock Exchange (CSE) also ended higher with its All Share Price Index (CASPI) rising 72 points to settle at 18,175 and the Selective Categories Index (CSCX) gaining 43 points to close at 10,879.

The port city bourse traded 9.87 million shares and mutual fund units with a turnover volume of Tk 292 million.

Meanwhile, 175 securities are still trading below the floor. GSP Finance lost the most, with 42.6 per cent price erosion, to close at Tk 17.4 per share on Wednesday.

It was followed by IPDC Finance, ML Dyeing, Prime Insurance, and Metro Spinning.

babulfexpress@gmail.com

Daily Star
08 February 2024

Key stock index rises for eighth session

STAR BUSINESS REPORT

The major stock market index in Bangladesh rose for an eighth consecutive trading day yesterday owing to increased participation of investors.

The DSEX, the benchmark index of Dhaka Stock Exchange (DSE), rose 6 points, or 0.10 percent, from that on the day before to 6,352 yesterday.

Over the eight days, it had advanced 273 points, or 4 percent.

During this period, market capitalisation of the premier bourse increased by Tk 23,714 crore.

Calculated by multiplying the total number of shares by the present share prices, market capitalisation gives a valuation of the companies in the market.

Turnover, one of the major indicators showing how much trading activity took place on a given business day in the market, grew around 5 percent to Tk 1,730 crore.

A stock market broker said the stock market had remained almost stagnant for more than a year due to a scarcity of buyers amidst the imposition of the floor price.

Stock turnover rose by around 5 percent to Tk 1,730 crore yesterday

So, many investors stayed away from the market. With the lifting of the floor price for most stocks, individual investors are now pouring funds into stocks again, he said.

As a result, turnover of the market rose, he added.

Shares of Bangladesh Finance topped the gainers' list with a rise of 10 percent, followed by Salvo Chemical Industry (9.97 percent), Fu-Wang Ceramic Industry (9.95 percent), Monno Fabrics (9.94 percent), and Mithun Knitting and Dyeing (9.93 percent).

Khulna Printing & Packaging lost the most (8.9 percent) followed by Anwar Galvanizing (8.72 percent), Renata (6.24 percent) and Bangladesh Thai Aluminium (4.18 percent).

Among the major sectors, ceramics rose 6.64 percent, textile 3.89 percent and fuel and power 0.61 percent while life insurance dropped 2 percent and banking 1.10 percent.

Stocks of the pharmaceutical sector were traded the most, accounting for Tk 345 crore of the turnover, followed by engineering (Tk 274 crore) and textile (Tk 184 crore).

The bull run was witnessed at Chittagong Stock Exchange too. The Caspi, the broad index of the port city bourse, rose 72 points, or 0.39 percent, to 18,174.

The Daily Messenger
08 February 2024

DSE turnover exceeds Taka 1,700cr mark

STAFF REPORTER

Trading on the Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange (CSE) ended the fourth working day of the week on Wednesday (February 7) with rising of indices and turnover. Besides, the transaction has also increased considerably compared to the previous working day. On the day, the turnover of DSE exceeded Tk 1,700 crore, which is significant, the market insiders said.

At the end of the day, DSEX, the benchmark index of Dhaka Stock Exchange (DSE), increased by 6.43 points or 0.10 percent to settle the day at 6,352.49. Among other indices, the shariah-based DSES rose by 2.26 points or 0.16 percent and the blue-chip DS-30 was down by 8.42 points or 0.39 percent.

The DSE had a turnover of Tk 1,730.43 crore, which is Tk 78.61 crore more than the previous session. On the day, shares of the 394 companies traded on the day, of which 198 firms gained, 158 issues lost and 38 companies remained unchanged.

The pharmaceuticals and chemicals sector rose to the top position in terms of transactions. The total turnover in this sector was Tk 343.16 crore, which is 20.19 percent of the total turnover.

The engineering sector was in the second position with Tk 262.35 crore turnover, followed by the textile sector at Tk 183.72 crore.

Shares of Orion Pharma were the most-traded stock by value on the DSE, as its shares worth Tk 100.95 crore were traded on the day.

Orion Infusion, the second most-traded stock, had a turnover of Tk 54.88 crore followed by KPPL, OAL, BD Thai Aluminum, Fu-Wang Food, Central Pharmaceuticals, IFIC Bank, Emerald Oil and Malek Spinning.

Meanwhile, the overall index of the Chittagong Stock Exchange (CSE), increased by 72.35 points or 0.39 percent to 18,174.99 and securities worth Tk 29.23 crore were traded on the day.

The Business Standard
08 February 2024

DSE allows listing of IFIC-guaranteed bond on alternative trading board

STOCK — BANGLADESH

TBS REPORT

The Dhaka Stock Exchange (DSE) has approved the listing of the IFIC Guaranteed Sreepur Township Green Zero Coupon Bond on the alternative trading board (ATB).

A member of the DSE board, seeking anonymity, told The Business Standard that the board during its Wednesday meeting authorised the listing and commencement of trading of the bond starting from Thursday.

In July last year, the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) approved Sreepur Township Limited to raise Tk1,000 crore (with a face value of Tk1600cr) through private placement for issuing a bond with a five-year tenure.

Subsequently, in October 2023, the BSEC sanctioned the commencement of the subscription process for the IFIC Guaranteed Sreepur Township Green Zero-coupon bond. Following the completion of the subscription, Sreepur Township submitted an application to the DSE for listing on the ATB in December.

According to the information memorandum (IM) of the bond, Sreepur Township Limited is raising capital through bonds to fund the development, construction, and sale of the Sreepur Township Green Real Estate Project. The project encompasses 76 lakh square feet of space in Gazipur.

The Business Standard
08 February 2024

DSE asked to probe Khulna Printing's unusual stock rally

STOCKS – BANGLADESH

TBS REPORT

The securities regulator has asked the Dhaka Stock Exchange (DSE) to investigate an unusual surge in share prices of Khulna Printing and Packaging Limited (KPPL) this year.

In a letter to the country's premier bourse on Tuesday, the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) said it found that KPPL shares climbed by 118.46% to Tk56.80 apiece from Tk26 on 5 February.

The commission views this jump as unusual in terms of share price and trading volume and has asked the DSE to submit its report to the regulator within seven working days.

A day after the move, the shares plunged by 8.95% to Tk47.80.

On Sunday, the stock exchange found that the KPPL factory was closed. Despite the non-functionality, the share price had jumped by around 480% in the last three months.

The rally began after the group's owner, who had fled the country two years ago, showed up last October.

The shares, which were trading below the face value of Tk10 in the first week of October 2023, shot up to Tk33 in the first week of December. In the second phase, its share price crossed Tk50 recently, soaring to Tk56.80 on 5 February.

Khulna Printing's Chairman SM Amzad Hossain, who is also the former chairman of South Bangla Agriculture and Commerce (SBAC) Bank, escaped the country in 2001 even after the Anti-Corruption Commission (ACC) imposed a travel ban because he misappropriated funds.

Since his return last year, Khulna Printing's share price has been skyrocketing, despite the company being non-operational for the last three years.

On 4 February, SM Amzad Hossain told TBS that KPPL's operation has been closed for years, and there has been no progress in this regard till now.

He said the machinery used in the factory is usable, and it will be possible to start operations with this machinery at any time, adding, "We are trying to unfreeze bank accounts that were frozen years ago. We also made some progress, but it's not mentionable."

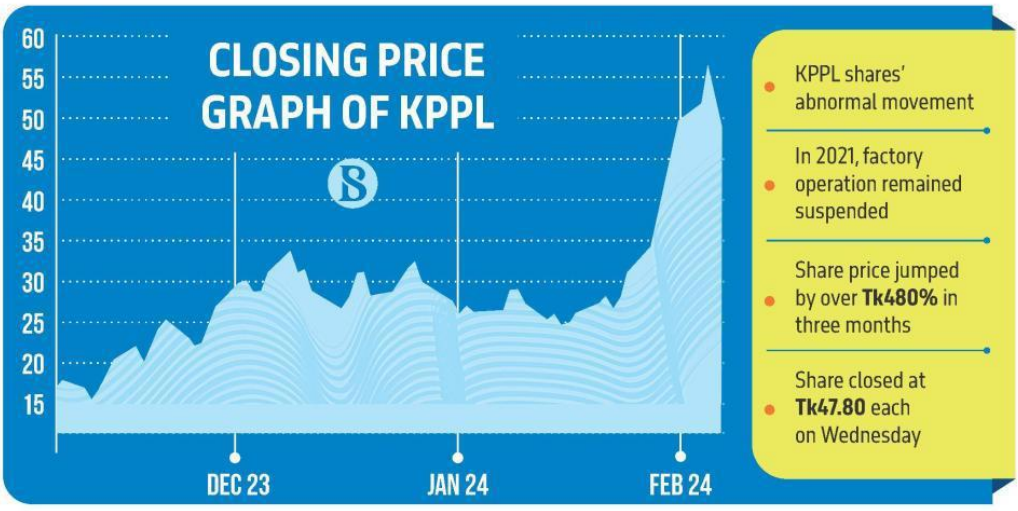

The Business Post
08 February 2024

Buying spree pushes daily stock turnover beyond Tk1,700cr

Staff Correspondent

Dhaka Stock Exchange (DSE), the country's prime bourse, surged on Wednesday, and market turnover crossed the Tk 1,700 crore mark after around 17 months, rising by 4.8 per cent to Tk 1,730 crore as buoyant investors are putting fresh bets on large-cap companies' securities.

The key index DSEX of the Dhaka bourse gained 6.44 points and closed at 6,352.50. The blue-chip index DS30 and the Shariah-based index DSES closed at 2,135.28 and 1,387.51 points respectively. Most of the large-cap sectors posted negative performance on the day.

Dhaka stock managed to stay afloat in the green territory for eight straight sessions as optimistic investors continued their chase for sector-specific trendy scrips, although cautious investors preferred profit booking to realise their recent gains from the prevailing upbeat vibe in the market, market insiders said.

The market observed volatility throughout the session as investors remained active on both sides of the trading fence, while some large cap issues exerted a correction that pulled reins on the heated-up market, EBL Securities said in its daily market review.

However, buyers ended up on the dominant side as opportunist investors chased quick rallies in particular scrips, it said.

The indices stayed upbeat, with opportunistic investors pouring new funds into sector-specific issues, driven by positive expectations related to ongoing corporate earnings disclosures.

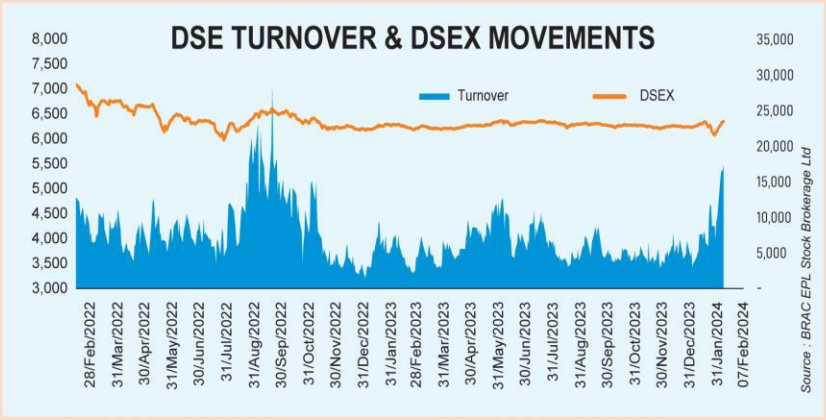

Furthermore, substantial price appreciation on specific large-cap issues played a significant role in extending the upward trend of the core index for consecutive sessions, the review noted.

Out of the 394 issues traded, 198 advanced, 156 declined, and 40 remained unchanged at the Dhaka bourse.

The bank experienced the highest loss of 1.10 per cent. Block trades contributed 2.8 per cent of the overall market turnover. Orion Pharma Ltd had the most traded share with a turnover of Tk 101 crore.

On the sectoral front, pharmaceutical issues exerted the highest turnover, followed by the engineering and textile sectors.

Sectors displayed mixed returns, out of which ceramics, textiles, and travel exhibited the most positive returns on the bourse on Wednesday, while the life insurance, banking, and financial institutions exerted the most correction.

Chittagong Stock Exchange

The Chittagong Stock Exchange (CSE) also settled on the green terrain. The selected indices (CSCX) and All Share Price Index (CASPI) advanced by 42.7 and 72.4 points, respectively.

Dhaka bourse's daily turnover crossed Tk 1,700 crore for the first time after the removal of the floor price on most of the listed companies.

On Tuesday [February 6], the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) withdrew the floor price for another six companies' shares.

The stock market regulator's order came into effect on Wednesday for Orion Pharmaceuticals, Anwar Galvanizing, and Renata Ltd, and will remain in effect until further notice.

Meanwhile, the remaining three companies – British American Tobacco Bangladesh, Grameenphone and Robi – will have the floor price until their forthcoming record date.

Only six companies now share the floor price. These are Beximco Ltd, BSRM Ltd, Islami Bank, Khulna Power, Meghna Petroleum, and Shahjibazar Power.

On January 18, after the session's closing bell, the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) issued an order rescinding the floor price for all listed companies and mutual funds, except for 35 companies' shares, complying with a long-standing demand from stakeholders.

On January 21, DSEX fell 96.50 points, or 1.52 per cent, in the first trading session after the floor price withdrawal. After five minutes of trading, the key index had plunged about 214 points but later recovered most of the initial losses.

The next day, DSEX gained 14.05 points and closed at 6,254.31. The stock market regulator also withdrew the floor price for 23 more companies that day.

At that time, only 12 companies shared the floor price. These are Anwar Galvanizing, British American Tobacco, Beximco Ltd, BSRM Ltd, Grameenphone, Islami Bank, Khulna Power, Meghna Petroleum, Orion Pharma, Renata, Robi Axiata, and Shahjibazar Power.

Market insiders said the key index was very much expected to fall as a large number of stocks failed to see price discovery for a long time due to the floor price.

They added that many investors did not get the opportunity to trade due to the prolonged price level. As a result, there was pressure to sell shares at the beginning of the day, but it gradually decreased.

Welcoming the floor withdrawal move, a leading stock broker had said the market might see some corrections in the first few days. It is nothing to be afraid of, and the market will recover very soon.

On July 28, 2022, the BSEC imposed floor prices on all securities to prevent shares from falling beyond a certain level amid domestic and global macroeconomic strains.

The share prices of most companies have been stuck at their floor prices for an extended period, pushing investors towards liquidating their holdings and creating a liquidity crisis in the market.